রক্তপাতের উৎসব
নয়
রক্তদানের শপথ
চারের পাতায়

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

রত্নমালা
গ্রন্থরত্ন ও সেরা
জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ৫ আশ্বিন – ১১ আশ্বিন, ১৪২৫ ঃ ২২ সেপ্টেম্বর – ২৮ সেপ্টেম্বর , ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 48, 22 September - 28 September 2018 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

Alipur Barta: 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 48, 22 September - 28 September, 2018

গণ্ডি খোঁজার লক্ষ্যে দণ্ডি দিতে ব্যস্ত জোড়া সূচক

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

ভারতীয় শেয়ার বাজারের অস্থিরতা এখনও অব্যাহত রয়েছে। আর এই অস্থিরমতি অর্থবাজার ধরে রাখার পাশাপাশি চেষ্টা চালাচ্ছে একটা সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স গড়ে তোলার। অন্তত গত জুলাই মাসের রমরমার পর থেকে প্রায় মাস দেড়েক–দুয়েক হল সূচক একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। সেই পরম্পরা পালটায় নি বিগত সপ্তাহতেও। অর্থাৎ বাজার একদিকে নিচে যেমন যাচ্ছে না, তেমনই ওপরের দিকেও নির্দিষ্ট রেজিস্ট্যান্সে গিয়ে বারবার ধাক্কা খাচ্ছে। এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে দুধরনের অবকাশই রয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধংদেহী একটা চাপা আতঙ্ক থাকায় যেমন ১০,৭০০–র কড়া সাপোর্ট ভাঙার আশু সম্ভাবনা রয়েছে তেমনই পরিস্থিতি শুধরালে সেই সূচকের মোর ঘুরে ১১,৭৫০ হাজার তথা আগের উচ্চতাকে ছাপিয়ে যাওয়ার সুযোগ থেকে যাচ্ছে। এই ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়ে তাই সাধারণ ট্রেডাররা কিছুটা অস্থিরতায় ভুগছেন নিঃসন্দেহে। আর এই দোদুল্যমান ভারতীয় শেয়ার বাজারে নিফটি ১১,২৫০ থেকে ১১,৭৫০ এর একটা রেঞ্জ বাউন্ড করে ফেলেছে। ওপর ও নিচের এই দুটি জায়গার মধ্যে যেটি ভাঙবে বা নতুন উচ্চতা সৃষ্টি হবে ততদিন ভারতের শেয়ার বাজার এই ভুলভুলাইয়ার মধ্যেই থেকে যাবে।

এমতাবস্থায় বিশেষজ্ঞরাও যে খুব দিশা দেখাতে পারছেন তা নয়। বরং তাঁদের মধ্যেও একটা দোদুল্যমানতা কাজ করছে। যা মোটেই আশা জাগাতে পারছে না গড়পরতা লগ্নিকারীদের মধ্যে। এর মধ্যে আশার কথা, ভারতীয় ট্রেডার তথা ডোমেস্টিক ফান্ডগুলোর ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠা। বিশেষ করে গত কয়েকমাস ভারতের বাজারে ক্রমাগত বিক্রি করতে থাকা বিদেশি তথা এফআইআইদের পালটা হিসেবে যে প্রতিরোধ এই দেশি সাহেবরা গড়ে তুলছেন তা অভূতপূর্ব। আগে বিদেশিদের এইরকম বড় বিক্রির চাপ থাকলে বাজার নামত অনেকটাই। সেই জায়গাটা এবার শক্ত হাতে আটকে দিচ্ছে ডোমেস্টিকদের বিশাল অঙ্কের কেনা। এই জায়গাতেই চমকে যাচ্ছেন অনেকে। এখনও যদিও সেই মূল্যায়ন শুরু হয়নি, অন্তত খাতায় কলমে বিশেষজ্ঞরা তা করে দেখাননি।

এই বাজারে আন্দাজে বলে দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। এর বলে বলীয়ান হয়ে তাই বিশেষজ্ঞরা শেয়ারের ওপর তাদের মতামত দিয়ে থাকেন যাকে ধরা হয় এক্সপার্ট ভিউ হিসাবে। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। কারণ বাজার বারবার প্রমাণ করেছে সে ডোন্ট কেয়ার। নিজের মুড অনুযায়ী চলাই তার অভ্যেস। তাই অনেক তথাকথিত পণ্ডিত এখানে মুখ থুবড়ে পড়েন বা ভুলভাল ভবিষ্যতবাণী করেন। সেদিক থেকে প্রকৃত গুরুরাও যে একদম নেই তা নয়। কিন্তু তাঁরা যখন তখন হুটহাট মন্তব্য করেন না। তাঁরা সময় নেন, অবস্থার গভীরে গিয়ে পর্যবেক্ষণ চালান। তারপর একটা মোক্ষম ভবিষ্যতবাণী করেন। বলাবাহুল্য, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খেটে যায়। মোদ্দা কথা হল সঠিক কোম্পানি খুঁজে বের করা। যদি কোম্পানিটা ঠিকঠাক বেছে শেয়ার খরিদ করা যায় তবে নিশ্চিতভাবে সাফল্য আসে, ঠকতে হয় না অহেতুক।

১২০ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২০ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি)। নিয়োগ হবে অফিসার পদে, গ্রেড ও ক্যাটেগরিতে জেনারেল লিগাল, ইনফর্মেশন টেকনোলজি এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন ডিগ্রি বিভিন্ন শাখায়। প্রথমে ২ বছরের প্রবেশন। শাখানুসারে শূন্যপদের বিবরণ : জেনারেল : ৮৪টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা আইনে স্নাতক বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি বা কস্ট অ্যান্ড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্ট্যান্সি বা কোম্পানি সেক্রেটারিশিপ বা চার্টার্ড ফিনান্সিয়াল অ্যানালিস্ট কোর্স পাশ করে থাকতে হবে। লিগাল : ১৮টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : আইনে স্নাতক।

ইনফর্মেশন টেকনোলজি : ৮টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেক্ট্রনিক্স বা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফর্মেশন টেকনোলজি বা কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক অথবা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা যে–কোনও শাখায় স্নাতক, সঙ্গে কম্পিউটার বা ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে অন্তত ২ বছর মেয়াদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা।

ইঞ্জিনিয়ারিং (সিভিল) : ৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক। ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন। সব ক্ষেত্রেই তফসিলি, ও বি সি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য নিয়মানুসারে শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে।

বয়স : ৩১–৮–২০১৮ তারিখে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বেতনক্রম : ২৮,১৫০–৫৫,৬০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগসুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্যায়ের অনলাইন পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষা নেওয়া হবে দেশের বড় শহরগুলিতে। প্রথম পর্যায়ের অনলাইন পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড, রিজনিং এবং সিকিউরিটি মার্কেট বিষয়ে। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের অনলাইন পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা নেওয়া হবে তিনটি পত্রে। এরপর ইন্টারভিউ। তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের প্রি–এক্সামিনেশন ট্রেনিং দেবে সেবি। পশ্চিমবঙ্গের প্রশিক্ষণকেন্দ্র কলকাতা। প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহীরা দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.sebi.gov.in

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.sebi.gov.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ অক্টোবর। ফি বাবদ দিতে হবে ৮৫০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে ৭৬১৫ স্টাফ নার্স

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭,৬১৫ জন স্টাফ নার্স, গ্রেড–টু নেবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর। প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারির ডিপ্লোমাধারী পুরুষ প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী নিয়োগ হলেও পরে স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : R/SN/53(1)/2018.

উল্লেখ্য, এই নিয়োগের আগাম খবর জানানো হয়েছিল। এখন দরখাস্ত করাযাচ্ছে। এবার খুঁটিনাটি তথ্য সহ বিশদ সংবাদ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারির ডিপ্লোমা : মোট শূন্যপদ ৪,৫২৯টি (সাধারণ ২৩৫৫, তফসিলি জাতি ৯৯৬, তফসিলি উপজাতি ২৭২, ওবিসি–এ ৪৫৩, ওবিসি–বি ৩১৭, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১৩৬)। এর মধ্যে ২৩৫টি অসংরক্ষিত, ১০০টি তফসিলি জাতি, ২৭টি তফসিলি উপজাতি, ৪৫টি ওবিসি–এ, ৩২টি ওবিসি–বি এবং ১৪টি দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত।

বেসিক বিএসসি নার্সিং : মোট শূন্যপদ ২,২৯৯টি (সাধারণ ১,১৯৫, তফসিলি জাতি ৫০৬, তফসিলি উপজাতি ১৩৮, ওবিসি–এ ২৩০, ওবিসি–বি ১৬১, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৬৯)।

পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং : মোট শূন্যপদ ১৩৮টি (সাধারণ ৭২, তফসিলি জাতি ৩০, তফসিলি উপজাতি ৮, ওবিসি–এ ১৪, ওবিসি–বি ১০, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৪)।

এ ছাড়া আগে তৈরি হওয়া ৬৪৯টি শূন্যপদে নিয়োগের প্রক্রিয়া একই সঙ্গে শুরু হয়েছে। তার মধ্যে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি যোগ্যতায় ৪৭১টি, বেসিক বিএসসি (নার্সিং) যোগ্যতায় ৮২টি এবং পোস্ট বেসিক বিএসসি (নার্সিং) যোগ্যতায় ৯৬টি শূন্যপদ রয়েছে। এক্ষেত্রে সব ক'টি শূন্যপদেই সাধারণ প্রার্থীরা আবেদনের যোগ্য। এই শূন্যপদগুলিতে আলাদা করে আবেদন করার প্রয়োজন নেই। শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে মোট শূন্যপদের ভিত্তিতে দরখাস্ত করলেই চলবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারির ডিপ্লোমা বা বেসিক বিএসসি (নার্সিং) অথবা পোস্ট বেসিক বিএসসি (নার্সিং) কোর্স পাশ। কোর্সটি ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল ও পশ্চিমবঙ্গ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে। প্রার্থীকে বাংলা বা নেপালি লিখতে ও বলতে জানতে হবে।

ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে হতে হবে। রাজ্যের তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhrb.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর।

মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় নার্সিং কাউন্সিলের রেজিস্টেশন সার্টিফিকেট আপলোড করতে হবে। যাঁরা এবছরের সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোর্স সম্পূর্ণ করবেন তাঁরাও আবেদন করতে পারেন। নির্বাচিত হলে চাকরিতে যোগ দেওয়ার সময় পার্মানেন্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে।

অনলাইনে '০০৫১–০০–১০৪–০০২–১৬' শিরোনামের অ্যাকাউন্টে গভর্নমেন্ট রিসিপ্ট পোর্টাল সিস্টেম–এর (জি আর আই পি এস) মাধ্যমে ফি বাবদ শুধু জেনারেল এবং ওবিসি ক্যাটেগরির ('এ' ও 'বি') প্রার্থীদের ২১০ টাকা জমা দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ফি দিতে হবে না।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

বি এস এন এলে ১৯৮

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইলেক্ট্রিক্যাল ও সিভিল শাখায় ১৯৮ জন জুনিয়র টেলিকম অফিসার নেবে ভারত সঞ্চার নিগম (বি এস এন এল)। এটি তফসিলি এবং ও বি সি প্রার্থীদের জন্য একটি বিশেষ নিয়োগ অভিযান। প্রার্থীকে অবশ্যই গেট–২০১৯ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 12-1/2018-Rectt. শিক্ষাগত যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট শাখায় বি ই বা বি টেক বা সমতুল ডিগ্রি। সেই সঙ্গে গেট–২০১৯ পরীক্ষায় ইলেক্ট্রিক্যাল শাখার ক্ষেত্রে 'ইই' এবং সিভিলের ক্ষেত্রে 'সিই' গেট–পত্রে উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। বেতনক্রম : ১৬,৪০০–৪০,৫০০ টাক। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা। প্রার্থী বাছাই করা হবে গেট–২০১৯ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর, ইন্টারভিউ ও গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.bsnl.co.in গেট–২০১৯ পরীক্ষার জন্য অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১ অক্টোবর পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.gate.iitm.ac.in পরীক্ষা হবে ২, ৩, ৯ এবং ১০ ফেব্রুয়ারি। গেট–এর জন্য অনলাইন দরখাস্ত করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এই রেজিস্ট্রেশন নম্বরের সাহায্যে বিএসএনএলের জন্য অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। বিএসএনএল কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ জানানো হয়নি। আগ্রহীরা নজর রাখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

গেট–২০১৯ পরীক্ষায় সফল হয়ে থাকতে হবে

ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনে অফিসার ও ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : অফিসার/ইঞ্জিনিয়ার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদে বেশ কিছু কর্মী নেবে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন। নিয়োগ হবে কেমিক্যাল, সিভিল, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইনস্ট্রুমেন্টেশন, মেকানিক্যাল এবং মেটালার্জি শাখায়। প্রার্থীকে ২০১৯ সালের গেট (গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং বৈধ স্কোর কার্ড থাকতে হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অফিসার/ইঞ্জিনিয়ার : সংস্থার যে কোনও ডিভিশনে নিয়োগের নেত্রে : সংশ্লিষ্ট বা সমতুল শাখায় ৪ বছরের বিই অথবা বিটেক ডিগ্রি। রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের ক্ষেত্রে : কেমিক্যাল বা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন বা মেকানিক্যাল বা মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এমই বা এমটেক। অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার : কেমিস্ট্রিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা। সবক্ষেত্রেই গেট ২০১৯ পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট পত্রে উত্তীর্ণ হতে হবে।

গেট পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে গ্রুপ ডিসকাশন এবং পার্সোন্যাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

গেট পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর শূন্যপদের সংখ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে এই ওয়েবসাইটে : www.iocl.com যাঁরা ২০১৯ সালের গেট পরীক্ষায় বসার জন্য আবেদন করছেন কেবল তাঁরাই উপরোক্ত পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। ২০১৯ সালের গেট পরীক্ষা হবে ২৩, ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি। গেট–এর জন্য অনলাইন দরখাস্ত করা যাচ্ছে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.gate.iitm.ac.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ অক্টোবর। দরখাস্তের পর যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও অ্যাপ্লিকেশন নম্বর পাওয়া যাবে তার সাহায্যে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের জন্য দরখাস্ত করা যাবে।

পাওয়ার সিস্টেম অপারেশন কর্পোরেশনে এক্সিকিউটিভ ট্রেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কিছু এক্সকিউটিভ ট্রেনি নেবে পাওয়ার সিস্টেম অপারেশন কর্পোরেশন। এটি শক্তি মন্ত্রকের অধীনস্ত একটি সংস্থা। নিয়োগ হবে ইলেক্ট্রিক্যাল ও কম্পিউটার সায়েন্স শাখায়। প্রার্থীকে অবশ্যই গেট–২০১৯ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। নিয়মানুসারে তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে। প্রথমে এক বছরের ট্রেনিং। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : CC/07/2018.

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্ট্রিক্যাল শাখার ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৬৫ শতাংশ নম্বর বা সমতুল গ্রেড–সহ ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স বা পাওয়ার সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ারিং বা পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং (ইলেক্ট্রিক্যাল)–এ বিই বা বিটেক বা বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং)। সেই সঙ্গে গেট–২০১৯ পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট 'ই ই' (ইলেক্ট্রিক্যাল) পত্রে উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। কম্পিউটার সায়েন্স শাখার ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৬৫ শতাংশ নম্বর বা সমতুল গ্রেড–সহ কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে বি ই বা বি টেক বা বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং)। সেই সঙ্গে গেট–২০১৯ পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট 'সিএস' (কম্পিউটার সায়েন্স) পত্রে উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে।

ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ১৪–৮–২০১৯–এর মধ্যে হাতে রেজাল্ট পেয়ে থাকতে হবে।

বয়স : ৩১–৭–২০১৯ তারিখে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বেতনক্রম : ৬০,০০০–১,৮০,০০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা। প্রার্থী বাছাই করা হবে গেট–২০১৯ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর, ইন্টারভিউ ও গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.posoco.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর। অনলাইন পদ্ধতিতে ফি বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকা। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের কোনও ফি দিতে লাগবে না। উল্লেখ্য, গেট–২০১৯ পরীক্ষার জন্য অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১ অক্টোবর পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : http://www.gate.iitm.ac.in পরীক্ষা হবে ২, ৩, ৯ এবং ১০ ফেব্রুয়ারি। গেট–এর জন্য অনলাইন দরখাস্ত করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এই রেজিস্ট্রেশন নম্বরের সাহায্যে পাওয়ার সিস্টেম অপারেশন কর্পোরেশনের জন্য অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। বিস্তারিত জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২২ সেপ্টেম্বর – ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

মেষ : স্নেহ, প্রেম–প্রীতি বিষয়ে শুভ হলেও বাধা আছে। পরিবেশ পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকবে। ব্যবসা বাণিজ্যে সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় শুভ ফল লাভ করার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে।

বৃষ : বুদ্ধির ভুল করবেন না। চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় মন বসতে চাইবে না। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধার সৃষ্টি হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষেয় মিশ্র ফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য হানি হতে পারে।

মিথুন : মাথা গরম না করে সংযত হয়ে চলার চেষ্টা করুন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতি লাভে সাফল্যের যোগ। শরীর ভালো যাবে না। কিন্তু কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় থাকবে। ফলে সম্মান পাবেন।

কর্কট : শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। কারোর দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবনে না। গৃহ–ভূমি সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন। ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুর দ্বারা অর্থ প্রতারণা।

সিংহ : গুহ্যদেশের পীড়ায় অনেকে কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। কর্মস্থলে শত্রুরা নানা রকম ঝামেলার সৃষ্টি করবে।

কন্যা : নানারকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়ে আপনাকে চলতে হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বের ঝামেলা ঝঞ্ঝাট অনেকটাই মিটে যাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

তুলা : বেকরত্বের অবসান হবে। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতার যোগ রয়েছে। বুদ্ধির ভুলে ভাগ্যোন্নতির পথে বাধা আসবে। আত্মীয় থেকে সাবধানতা অবলম্বন।

বৃশ্চিক : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। বাধা কিঞ্চিৎ থাকলেও সাফল্য পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্যের যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। অর্শ বা আমাশয়ে কষ্ট পেতে পারেন। ভ্রমণে যেতে পারেন।

ধনু : লেখাপড়ায় মনের মত ফল লাভ করবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় এবং স্নায়ুসংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভাই–বোনদের সাহায্য লাভ করবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার সৃষ্টি হবে। তাসত্ত্বেও আপনি অর্থ উপার্জন করতে সমর্থ হবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ দেখা দেবে।

মকর : মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রায়ছে। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পেতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হবে। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মাথার যন্ত্রণায় ও চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম ও যশ বজায় থাকবে।

কুম্ভ : খুব চিন্তা ভাবনা করে যে কোনও কাজে অগ্রসর হতে হবে। আত্মীয় স্বজনদের থেকে সতর্ক থাকবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। যকৃত সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মাতার শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

মীন : জলপথে ভ্রমণে যাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ঠিকমতো করতে পারবেন। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় উন্নত মানের ফল পাবেন না। পতি–পত্নীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে। বন্ধুবান্ধবদের প্রলভনে পড়বেন না দূরত্ব বজায় রাখবেন কারণ তাদের দ্বারা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শব্দবার্তা ৯৭

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। ভারতে এর স্বাধীনতা স্বীকৃত ৩। ফুল, পাখি ৫। রবি ঠাকুরের অমর সৃষ্টি ৭। বিষ ৮। 'অমৃতবারি–কর' ১০। আঠারো বছর বয়সে মৃত এই মিশরীয় রাজার বিখ্যাত মমি ১২। চক্রের কেন্দ্রাংশ ১৩ সাধারণের মঙ্গল।

উপর–নীচ

১। একাগ্রতা ২। (আল.) কূটবুদ্ধি ব্যক্তি ৪। গণনা ৫। যে অরণ্যে প্রচুর শালগাছ আছে ৬। মেটে তেল ৯। এই 'ভট্টাচার্য' বিখ্যাত লেখক ১০। 'তোমারি–তুমি প্রাণ এ মহীমন্ডলে' ১১। পরিত্যক্ত।

সমাধান : শব্দবার্তা ৯৬

পাশাপাশি : ১। তাড়িতালোক ৩। গোষ্ঠী ৪। তুমার ৬। নকুল ৯। নাকচ ১১। তমসা ১২। পাক ১৩। তৎপরতা।

উপর–নীচ : ১। তামাতুলসী ২। কফিন ৩। গোপাল ৫।রসাত্মক ৭। কুদরত ৮। সীমাবদ্ধতা ৯। নানক ১০। চলিত।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস ● **চলমান বিক্রেতা** – প্রতাপ চক্রবর্তী।

রক্তপাতের উৎসব নয়
রক্তদানের শপথ
চারের পাতায়

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ৫ আশ্বিন – ১১ আশ্বিন, ১৪২৫ ঃ ২২ সেপ্টেম্বর – ২৮ সেপ্টেম্বর , ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 48, 22 September - 28 September 2018 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : মাঝেরহাট সেতু ভাঙার দায় পূর্ত দফতরের উপর

চাপালেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি মেনে নিয়েছেন ফাইল চালাচালিতে সময় নষ্ট না করলে বিপর্যয় এড়ানো যেত। মাঝেরহাটের ধাক্কায় স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ফেল করল ডানলপ সেতু। মেরামতির জন্য সেখানে বন্ধ হয়ে গেল যান চলাচল।

রবিবার : কলকাতা শহরে ডেঙ্গুর অবাধ বিচরণ। উত্তর থেকে

দক্ষিণ দাপিয়ে বেড়ালেও পুর প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান করে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করছে। এই উদাসীনতার বলি হল পার্ক স্ট্রিটের ১৪ বছরের কিশোর মহম্মদ আহমেদ।

সোমবার : আগুনের গ্রাসে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেল কলকাতার প্রসিদ্ধ বাগড়ি মার্কেট। তারের জট, সঙ্কীর্ণ পরিসরে ব্যাহত

হল দমকল পরিষেবা। আগামী পুজোর আগে কয়েকশো কোটি টাকার সম্পদ সহ খাক হয়ে গেল হাজার হাজার কর্মীর কর্মসংস্থান।

মঙ্গলবার : সম্প্রতি নিষিদ্ধ ঘোষিত ৩২৮টি ওষুধের মধ্যে দুটি ওষুধের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা

তুলে নিল সুপ্রিম কোর্ট। ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার আবেদনের ভিত্তিতে স্যারিডন সহ দুটি ওষুধের ছাড়পত্র মিলল।

বুধবার : নিখরচায় সাধারণ মানুষকে সব ধরনের রক্তপরীক্ষা,

এক্সরে, সিটি স্ক্যান পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের সব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মিলবে এই সুবিধা।

বৃহস্পতিবার : শীর্ষ আদালতের নির্দেশে লোকসভায় পাশ হয়ে গিয়েছিল তিন তালাক বিরোধী বিল। আটকে ছিল রাজ্যসভায়।

ক্ষোভ বাড়ছিল মুসলিম মহিলাদের। শেষ পর্যন্ত অধ্যাদেশ জারি করে আইনটি লাগু করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার।

শুক্রবার : উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে শিক্ষক নিয়োগের

সংঘর্ষে প্রাণ গেল এক আইটিআই ছাত্রের। অভিযোগ পুলিশের গুলিতেই মারা গিয়েছে ছাত্রটি। পুলিশ অবশ্য গুলি চালাবার কথা অস্বীকার করেছে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

প্রতিষ্ঠিত হল নারী অধিকার

ওঙ্কার মিত্র

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের এক মুসলমান বন্ধু তাঁকে আক্ষেপ করে বলেছিলেন 'হিন্দু মুসলমান এই দুই বৃহৎ জাতি, একই দেশে, একই আবহাওয়ার মধ্যে পাশাপাশি প্রতিবেশীর মতো বাস করে, একই ভাষা জন্মকাল থেকে বলে, তবু এমন বিচ্ছিন্ন, এমনি পর হয়ে আছে যে, ভাবলেও বিস্ময় লাগে। সংসার ও জীবন ধারণের প্রয়োজনে বাইরের দেনা-পাওনা একটা আছে, কিন্তু অন্তরের দেনা-পাওনা একেবারে নেই বললেও মিথ্যে বলা হয় না। কেন এমন হয়েছে, এ গবেষণার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আজ এই বিচ্ছেদের অবসান, এই দুঃখময় ব্যবধান ঘুচোতেই হবে। না হলে কারও মঙ্গল নেই'।

কথাশিল্পী বললেন, 'একথা মানি, কিন্তু এই দুঃসাধ্য সাধনের উপায় স্থির করেছ?'

বন্ধুটি বললেন, 'উপায় হচ্ছে একমাত্র সাহিত্য। আপনারা আমাদের টেনে নিন। স্নেহের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের কথা বলুন। নিছক হিন্দুর জন্যেই সাহিত্য রচনা করবেন না। মুসলমান পাঠকের কথাও একটুখানি মনে রাখবেন। দেখবেন, বাইরের বিভেদ যত বড়ই দেখাক, তবু একই বেদনা উভয়ের শিরার রক্তেই বয়।'

উত্তরে কথাশিল্পী বললেন, 'কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে বিরাগ, প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভালো-কথার সঙ্গে মন্দ কথাও যে গল্প-সাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু এ তো তোমরা না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা। হয়ত এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করবে, যা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে। তার চেয়ে যা আছে, সেই তো নিরাপদ।'

(সাহিত্যের আর একটা দিক/শরৎ সাহিত্য সমগ্র)

এক মুসলিম মহিলা ভক্ত জহান-আরা তাঁর বার্ষিক পত্রিকায় সামান্য কিছু একটা লিখে দিতে অনুরোধ করায় তাঁকে বন্ধুর সঙ্গে উপরিউক্ত কথোপকথনের বিবরণ জানিয়েছিলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। প্রকাশের সালটা ছিল ১৩৪২। আজ ১৪২৫। ৮৩ বছর পরেও বুদ্ধিজীবীদের সমাজটা কিন্তু বদলায় নি। এখনও তাঁরা সমালোচনার বদলে যা আছে তাই নিরাপদ বলে মনে করেন। তাই পাশাপাশি বসবাসকারী এক জাতির নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও অন্য আর এক জাতিতে তা হয় না।

ফলে সমাজের মাথা বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিকদের উদাসীনতার পর্দা ভেদ করে এগিয়ে আসতে হল নারীদেরই, তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠায়। দীর্ঘদিন ধরে পুরুষ-নারীর অসাম্য মোচন শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবার জায়গা পেল আদালতের আঙিনায়। বুদ্ধিজীবী, ধর্মের ঠিকাদার, রাজনীতিকরা নয়, শেষ পর্যন্ত বিচারকদেরই বলতে হল তাৎক্ষণিক তিন তালাক অবৈধ। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গঠিত কেন্দ্রীয় সরকারও এগিয়ে এল ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়ে। বিল এল, লোকসভায় পাশও হল। কিন্তু রাজ্যসভায় রাজনীতির খেলায় প্রলম্বিত হতে থাকল নারীর অধিকার। আশার কথা একটাই রাজনৈতিক ফায়দার কথা ভেবে দমে যান নি প্রধানমন্ত্রী মোদী। অধ্যাদেশের মাধ্যমে মুক্ত করে দিয়েছেন নারী অধিকারকে। আজ যাঁরা অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন তাঁরা সেই বুদ্ধিজীবীদের দলে যাঁরা ভয়ে শিউরে উঠে ভাবেন যা চলছে সেটাই তো নিরাপদ। অর্থাৎ তাঁদের কাছে তিনবার তালাক বলে নারীকে অন্ধকার ভবিষ্যতে ঠেলে দেওয়া বীরত্বের প্রতীক। আর যারা রাজনীতির থলি হাতে ভোট কুড়োতে বিকালের বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাদের কাছে নারী পথে বসলেও ক্ষতি নেই, তাতে যদি কোনও সম্প্রদায় খুশি হয়ে ভোট দেয় সেটাই কাম্য।

এইসব ভণ্ডামির জন্যই দেশের প্রজন্ম গড়ার কারিগর নারীরা মুসলিম মহিলাদের অধিকার রক্ষায় গড়তে বাধ্য হয়েছেন জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি। এই মঞ্চের সম্মেলনে অধ্যাপক তানভির নাসরিন প্রশ্ন তুলেছেন, দলিতদের উপরে অত্যাচার রুখতে যদি অধ্যাদেশ জারি করা যায় তাহলে মুসলিম মহিলাদের অধিকারের জন্য অধ্যাদেশে ক্ষতি কি? মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান মল্লিক বলেন, মুসলিম সমাজ পুরুষদের কথায় চলে বলে বেশিরভাগ দলই ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখতে তাদের স্বার্থ রক্ষার কথা ভাবে। সুপ্রিম কোর্টে তালাক মামলাকারী ইশরাত জাহান বলেন, তিন তালাক নিষিদ্ধ হলে বহু বিবাহ বাড়বে, সেটা দেখতে হবে। সম্মেলনে দাবি ওঠে মুসলিম পুরুষদের বহুবিবাহ, নিকাহ হালালা রোধের। সুনিশ্চিত করার দাবি ওঠে বিধবার সম্পত্তির অধিকার, সন্তানের অভিভাবকত্ব ও দত্তকের অধিকারের।

নারী শক্তি জাগলে কি হয় তা পুরানে, ইতিহাসে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। ফের গর্জে উঠেছে নারীকণ্ঠ। ধর্মের দোহাই দিয়ে মৌলিক অধিকার আদায়ে নতুন ইতিহাস গড়তে চলেছেন মুসলিম নারীরা। এ জয় পৃথিবীর সমস্ত নারীজাতির।

কলকাতা পুরসভা

আলোর গুদাম ফাঁকা শহর থাকবে অন্ধকারে

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পুরসংস্থার 'লাইটিং অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি' দফতরের দায়িত্বে থাকা মহানগরের রাস্তার আলোগুলি রক্ষণাবেক্ষণে পর্যাপ্ত সরবরাহ আছে কী? খারাপ আলোগুলি বদলের সমস্যা আছে কী? না থাকলে পর্যাপ্ত সরবরাহ নেই কেন? পুর বামফ্রন্ট নেত্রী রত্না রায় মজুমদারের এক প্রশ্নের উত্তরে পুর আলো দফতরের মেয়র পারিষদ মনজর ইকবাল বলেন, 'আলো দফতরের স্টোরে সমস্ত ধরনের মেটিরিয়াল পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে।' এই উত্তরের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বামফ্রন্ট নেত্রী রত্না বলেন, এই প্রশ্নটি ১৪৪ জন পুর প্রতিনিধির কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। 'ডিমান্ড আর সাপ্লাই' তো, এটা অর্থনীতির কথা। আমি যখন বলছি তখন তো আমি না জেনে বলছি না। এই বক্তব্য রাখার মাঝপথে এতো চিৎকার চেঁচামেচি হট্টগোল সৃষ্টি হয় যে সাউন্ড স্পিকারে কোনও কথাবার্তা শোনা যায় না। শেষে রত্না বলেন, আমি একথা বলতে চাইছি, বহু কনট্রাকক্টর 'এলইডি' সাপ্লাই না থাকার জন্য ৭০ ওয়াটের বাল্ব লাগাচ্ছে। যা সত্য তা সূর্যের মতো সত্য। তাঁর প্রতিক্রিয়ায় আরও বলেন, 'ভাইয়া অল ইস ওকে' এই 'ওকে' কথাটি বলবেন না। সমস্যা তো থাকবেই। পুরসংস্থা একটা স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠান। সব কাজ ১০০ শতাংশ করতে পারে না। এটা আমরা জানি, কিন্তু সরবরাহের বিষয়টি ঠিক মতো না হওয়ায় আমাদেরকে পুরবাসীর কাছে কথা শুনতে হচ্ছে। এলইডি'র বদলে ৭০ ওয়াটের বাল্ব লাগানো হচ্ছে। আবার নতুনরূপে বিভিন্ন ওয়ার্ডের একাধিক পকেটে 'নো লাইট জোনে'র সৃষ্টি হচ্ছে। ১ থেকে ১০০ নম্বর ওয়ার্ডকে নিয়ে কলকাতা পুর এলাকা নয়। যাদবপুর, বেহালা, গার্ডেনরিচ এবং নতুনরূপে সংযুক্ত জোকা এলাকা পরিদর্শনে বের হোন। সংযুক্ত এলাকার আলোর ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন একটা ধারণা জন্মাবে। এটা সত্য। এই সত্যটার জন্যই আমি আপনাকে প্রশ্নটা করেছি। খারাপ বাল্ব বদলানো যাচ্ছে না। স্টোরে মাল নেই। আলো দফতরের কর্মীরা কী মিথ্যে কথা বলছে? আর যদি মাল না থাকে, পর্যাপ্ত সরবরাহের অভাবেই যারা মেরামতের কাজ করে, তারাও তা পাচ্ছে না। সেজন্যই আমার অনুরোধ, বিষয়টি ভালো করে দেখুন বোঝার চেষ্টা করুন।' মনজর ইকবাল শেষে বলেন 'বক্তব্যটি গ্রহণ করলাম।'

পেনশনে ঢিলেমি, অতিরিক্ত চাপ, শিক্ষকরা ভাল নেই রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশ ছিল অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা, পেনশন যেন দ্রুত শিক্ষক শিক্ষিকারা পান। ই-পেনশনের বাহাদুরিতে কিছু শিক্ষক উপকৃত হলেও মাসের পর মাস প্রাপ্য পেনশনের তাগাদায় সল্টলেকের বিকাশ ভবনে ছুটতে হয় এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়। একদা সরকারি নির্দেশ ও নিয়মে বিভিন্ন জেলায় যে শিক্ষক কিংবা শিক্ষিকাকে বিভিন্ন স্কুলের কাজ করতে হয়েছে আজ ষাটের উর্দ্ধে থাকা মানুষটিকে নানা জায়গায় 'কাগজপত্র' ঠিকঠাক করে দেবার জন্য দৌড়ঝাঁপ করতে হচ্ছে, ব্যাঙ্কের সঞ্চিত টাকা কমে আসছে, ঘরে বিবাহ যোগ্যা কন্যা, ঘরে অবসর প্রাপ্ত অসুস্থ স্বামী, সরকারি আবাসনে আর মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলছে না এই অনিশ্চয়তায় হাতে মেলেনি সরকারি পেনশন। একদা রঙ বদলানো ইউনিয়নের শিক্ষক কিংবা অশিক্ষক নেতা ও এই সব 'ছোটখাট' বিষয় নিয়ে গুরুত্ব দিতে নারাজ। যেমনটা খুঁটি ধরে পাওয়া শিক্ষকরত্ন প্রধান কিংবা দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রধান অবসর প্রাপ্তর কাগজপত্র পাঠানোর ব্যাপারে উদাসীন, প্রশাসন তাদের ওপর কঠোর হতে ব্যর্থ। সেই বাম আমলেই শিক্ষক ছাত্রদের কপাল পুড়ে ছিল। বাম মদত পুষ্ট শিক্ষক সংগঠন সেদিন অনেক কিছু মেনে নিয়েছিল বেশ খুশি মনে', যেদিন ৮০টা জুটি থেকে ৬৫টি জুটি ধার্য হয় বিদ্যালয়গুলির জন্য। কোনও প্রতিবাদ সেদিন হয়নি। সমাজবিদ এবং সারা শিক্ষকসমাজকে শ্রেণি শত্রু মনে করতেন তারা খুশি হলেও ছাত্রছাত্রীদের ওপর পঠনপাঠনের চাপ বেড়ে যায়। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদমন্ত্রী কপিল সিববলের সৌজন্যে যেদিন 'রাইট টু ইনফরমেশান' পাশ হল সেদিন ছাত্রছাত্রী যেমন খেলাধুলো আর মুক্ত বাতাসের দিন শেষ। আটটি ক্লাস করে বাড়ি ফেরা ছাত্ররা আর যাইহোক 'পড়াশুনায়' ডুবে যাবার পরিবর্তে খেলাধুলো নয়, স্রেফ বিশ্রামটুকুও পাচ্ছে না। শীতের বিকেলে আরও খারাপ। শুধু ইউনিট টেস্ট নিয়ে নয়, নানা সামাজিক-রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও সেই শিক্ষকসমাজ বাংলার শিক্ষক সমাজ ভোট থেকে জনগণ না সর্ব ঘটেই কাঁঠালিকলা হয়ে থাকতে হচ্ছে। শিক্ষা যৌথ তালিকায় থাকলেও চাপ বেড়েছে দুপক্ষেই ছাত্র-শিক্ষক অসন্তোষের মাঝে স্রেফ প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের রকম ফেরে মার খেয়ে যাচ্ছে পঠনপাঠন আর প্রথম ও শেষ বলি হচ্ছে সেই শিক্ষা।

খেলার মাঠে প্রোমোটারের থাবা, আতঙ্কিত শিশুরা প্রশাসনের দ্বারস্থ

কাটোয়া মহকুমাশাসকের দপ্তরের সামনে আতঙ্কিত শিশুরা

দেবাশিস রায়, কাটোয়াঃ এলাকার একমাত্র খেলার মাঠটিতে প্রোমোটারদের থাবা পড়েছে। আর সেই মাঠেই খেলতে গিয়ে সশস্ত্র জমির দালালদের চরম হুমকির মুখে পড়তে হল শিশুদের। এ ঘটনায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা শিশুদের সঙ্গে নিয়ে মহকুমাশাসকের দ্বারস্থ হলেন। ১৬ সেপ্টেম্বর ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া থানার দাঁইহাট শহরের পাতাইহাট রাধামাধবতলা এলাকায়। কাটোয়ার মহকুমাশাসক সৌমেন পাল এলাকাবাসীর অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দাঁইহাট পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের পাতাইহাট মৌজায় রাধামাধবতলায় ১৭২ নং দাগে ২৪ শতক জমি রয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, প্রায় ৭০ বছর ধরে ওই জমিটি শিশুদের খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং জমিটির আইনসঙ্গত কোনও দাবিদার নেই। এই অবস্থায় বছরখানেক আগে ওই মাঠটি দখল করার জন্য জমির দালালরা উঠে পড়ে লাগে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই মাঠটির দখল নেওয়ার জন্য জমির দালালরা মাঝেমাঝেই তাঁদের হুমকি দেয়। এই নিয়ে একাধিকবার পুলিশ ও মহকুমা প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কোনও সুরাহা হয়নি। ১৬ সেপ্টেম্বর দুপুরে ওই মাঠে খেলা চলাকালীন দুই দালাল সশস্ত্র অবস্থায় এসে শিশুদের খেলা বন্ধ করে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন এবং কথা না শুনলে স্কুল যাওয়ার পথে ওই শিশুদের মারধর করার হুমকি দেন । এই ঘটনার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে শিশু ও অভিভাবকরা। বিহিত চেয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর বাসিন্দারা শিশুদের নিয়ে কাটোয়া মহকুমাশাসকের দ্বারস্থ হন। এদিন শিশুরা তাদের কচি কচি হাতে লেখা একাধিক প্ল্যাকার্ড নিয়ে মহকুমাশাসকের দপ্তরে গিয়ে জমির দালালদের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার পাশাপাশি খেলার মাঠটি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। ২০ সেপ্টেম্বরও এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা মহকুমাশাসকের সঙ্গে দেখা করেছেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা নিমাই মণ্ডল বলেন, একটি জাল দলিল তৈরি করে ওই মাঠটির দখল নেওয়ার জন্য জমির দালালরা চক্রান্ত শুরু করেছে। আমরা এর একটা বিহিত চেয়ে মহকুমাশাসকের কাছে গিয়েছি। মহকুমাশাসক সৌমেন পাল বলেন, ওই এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হবে।

জেলাও জতুগৃহ, সঙ্গে প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাব

কুনাল মালিক : মাঝেরহাট সেতু বিপর্যয়ের জের মিটতে না মিটতেই বাগড়ি মার্কেটের বিধ্বংসী আগুন রাজ্য প্রশাসন তথা রাজ্যের মানুষকে বিচলিত করে তুলেছে। আর এই ধরনের আকস্মিক দুর্ঘটনার পর বারবার একটা বিষয় বড়ই প্রকট হচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর আমাদের রাজ্যে কত অসহায়। কলকাতা শহরের কথা বাদই দিলাম। আমাদের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সদর আলিপুরের কোর্ট চত্বর, জেলা পরিষদ ও ট্রেজারি বিল্ডিংএ যদি বড় অগ্নিকান্ড ঘটে তা দ্রুত প্রতিরোধ করতে যথার্থ ব্যবস্থা আছে তো? আলিপুর ছাড়াও জেলার বেহালা, ঠাকুরপুকুর, জোকা, পৈলান, বজবজ, আমতলা, বিষ্ণুপুর, ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং, সহরারহাট, বাখরাহাট সহ জনবহুল বাজারগুলোতে অগ্নিনির্বাপণের সঠিক কোনও ব্যবস্থা এখনো গড়ে ওঠেনি। জতুগৃহ আছে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে। পূজোর মুখে এই সমস্ত এলাকার বিক্রেতা ও ক্রেতাদের মধ্যে বাগড়ি মার্কেটের

আগুন আক্রান্ত বাগরি মার্কেটে কাজ করছেন স্বেচ্ছাসেবকরা

আগুনের ঘটনা যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। শুধু বাজার নয় শহরতলির বিভিন্ন জায়গায় বড়বড় শপিং মল, সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গড়ে উঠেছে। অনেক প্রতিষ্ঠানে হয়তো অগ্নিনির্বাপণের যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে অগ্নি নির্বাপণের প্রশিক্ষিত কর্মচারী আছে কি? বিপর্যয় মোকাবিলা ও সিভিল ডিফেন্স দফতরের এক আধিকারিক জানালেন, আমাদের প্রচুর প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক আছে। দমকল দফতর যদি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দেয় যে ৩-৪ জন প্রশিক্ষিত কর্মী প্রতিটি সংস্থাকে রাখতে হবে। তাহলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় অন্য দিকে জীবন ও সম্পদ সুরক্ষিত হয়। জেলা প্রশাসনের এক উর্দ্ধতন আধিকারিক এই প্রসঙ্গে বলেন, বিষয়টি অবশ্যই ভাবনার। আমরা এ বিষয়ে খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেব।

গ্যাসের সন্ধান বদলাতে পারে জনজীবন ও অর্থনীতি

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভা এলাকা মূলত উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চল। এই মুহূর্তে মোট ২৩টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত এই পুরসভা। এরই ২২ নম্বর ওয়ার্ডটি বলা চলে চলে একেবারে প্রান্তিক এলাকা। কারণ এরই শেষপ্রান্ত যেটি নৈহাটি অভিমুখী, সেখান থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে পঞ্চায়েত এলাকা। এহেন প্রান্তিক ওয়ার্ডটি এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। কেন্দ্র-রাজ্য উভয় প্রশাসন সহ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমেরও নজরবন্দি। প্রায় বছর দুয়েক আগে এখানে ওএনজিসি এসেছিল, তাদের খননকার্য পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যে বলে স্থানীয় সূত্র থেকে জানা যায়। এরপর প্রায় মাস ছয়েক আগে তারা আবার এখানে আসে এবং খনন কার্য শুরু করে। সম্প্রতি প্রায় মাস দুয়েক আগে তাদের মনে হয়েছে যে এখানে গ্যাসের ভাণ্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেই মতো সংস্থার পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট পুরসভার কাছে এই এলাকার জমির কাগজপত্র দেখার অনুমতি চায়।

সেই অনুযায়ী আর আর (রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন)-এর চার একর জমি ওএনজিসির পক্ষ থেকে চিহ্নিতকরণ করা হয়। এবং পুরসভার অনুমতি সাপেক্ষে উদ্বাস্তু

অশোকনগর

পুনর্বাসনের অধীনস্থ এই চার একর জমিকে ওএনজিসি-র পক্ষ থেকে ইঁটের পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। গত ২০ আগস্ট ফায়ারিং-এর মাধ্যমে গ্যাসের ভাণ্ডার সম্পর্কে সংস্থা নিশ্চিত হয় বলে জানালেন ওএনজিসি-র অন্বেষণ দফতরের বিভাগীয় প্রধান অজয়কুমার দৌভেদী।

এই প্রবীণ আধিকারিক বলেন, 'প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ ঘন লিটার গ্যাস এখানে প্রবাহিত হয়।' এমনকি তাঁর কর্মজীবনে এরকম গ্যাসের ভাণ্ডার তিনি আর কখনও দেখেননি বলেও মন্তব্য করেন তিনি। সংস্থা এমনও মনে করে, যদি এই গ্যাস মানুষের ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগে, তাহলে ভারতবর্ষের মানচিত্রে অশোকনগরের নাম চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এব্যাপারে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রককেও জানানো হয়েছে। এই মন্ত্রকের ছাড়পত্র পেলেই তারা আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করবেন বলে এই আধিকারিক দাবি করেন।

এ প্রসঙ্গে অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার বলেন, 'এই ওয়ার্ডটি বাইগাছা মৌজার মধ্যে পড়ে। আমাকে স্থানীয় বিধায়ক ধীমান রায় এবং রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সংস্থাকে সহযোগিতা করার জন্যে বলেন। এখানে আর এক চার একর জমি ছিল। সেটি ওরা ডিএম-এর থেকে নেয়। কয়েকদিন আগে ফায়ারিংয়ের মাধ্যমে আগুন জ্বালিয়ে গ্যাসপ্রাপ্তির তত্ত্বকে সুনিশ্চিত করে।'

স্থানীয় সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা বলেন, 'অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডে গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বলে ওএনজিসি-র পক্ষ থেকে নিশ্চিতকরণ করা হয়েছে। তবে যদি এলপিজি বা মিথাইল গ্যাস পাওয়া যায়, তাহলে অশোকনগরের অর্থনীতির বুনিয়াদ পাল্টে যাবে। এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অশোকনগরের নাম নতুন ভাবে সংযোজিত হবে।'

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ২২ সেপ্টেম্বর – ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

বাগড়ি কাণ্ড থেকেও শিক্ষা নিচ্ছেন না কেউই

ফের একটা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। যার জেরে পুরো শহরটাই যেন নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। পুজোর আগে বাগড়ির আগুন তিলোত্তমার পুরনো রোগটাকে আবার খুঁচিয়ে তুলতে শুরু করছে। সেই পুরনো জরাজীর্ণ বাজার বা বাড়ি। তার চারপাশ ঘিরে থাকা তারের জঙ্গল প্রতিনিয়ত জানান দিচ্ছে জতুগৃহের বিপদের কথা। অথচ পুরসভা থেকে রাজ্য সরকারের আওতাধীন দমকল দফতর সবাই এখন কার্যত পাশ কাটাতে ব্যস্ত। মুখ্যমন্ত্রী নির্ধারিত সফরের জন্য অগ্নিকাণ্ডের আগেই ইউরোপ পাড়ি দিয়েছেন। কিন্তু, বাদবাকি মন্ত্রীসান্ত্রী সবার যেন কেমন তথৈবচ অবস্থা। এক মন্ত্রীকে দায়ী করে আঙুলও তুলছেন তাঁর সহকর্মী তথা অন্য ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা। এমনিতেই দাম্পত্য সমস্যা ও পরকীয়ার অভিযোগে বেচারা ফেঁসে রয়েছেন। তার ওপর সহকর্মীদের দিক থেকে ধেয়ে আসা এই অভিযোগ মোটেই স্বস্তি দিচ্ছে না দমকলমন্ত্রীকে। প্রশ্ন উঠছে শহরে যে একের পর এক বিপর্যয় ঘটছে তার জন্য দোষারোপ কী শুধুমাত্র একজনকে করা যায়। বাকিরা কি ধোয়া তুলসিপাতা। কিছুদিন আগেই মাঝেরহাট ব্রিজ ভেঙে পড়েছে। তাতেও রেল দফতর ও রাজ্যের হাতে থাকা পূর্ত দফতরের মধ্যে জোর চাপানউতোর চলেছে। মাঝখান দিয়ে অসহায় ৩ টি প্রাণ খোয়া গিয়েছে। কোল খালি হয়েছে মায়েদের। সিঁথির সিঁদুর মুছে গিয়েছে সহধর্মীনীদের। তার রেশ কাটতে না কাটতে বাগড়ির অগ্নিকাণ্ড পুনরায় আতঙ্ক বাড়াতে শুরু করেছে। এবার প্রাণহানি হয়তো ঘটেনি, কিন্তু ব্যবসার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে শতগুণে। এ যেন প্রাণে না মেরে ধনে মারার কারবার। শহরের সবথেকে বড় উৎসব ও দীপাবলীর ঠিক এই আগে এই অগ্নিকাণ্ডের খেসারত কতদিনে মেটানো যাবে তা বলা যাচ্ছে না। আর ক্ষয়ক্ষতির অঙ্কটাও যেভাবে লাফিয়ে বাড়ছে তাতে ব্যবসায়ীদের যে সাড়ে সর্বনাশ ঘটে গেল তা বলাইবাহুল্য। এর মেরামতি কে করবে। ধ্বংসস্তূপ না হয় একদিন স্বাভাবিকতায় ফিরবে, ধিকি ধিকি আগুনও নিভে যাবে, কিন্তু ব্যবসায়ীদের (এদের মধ্যে একটা বড় অংশ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী) যে ব্যবসা উজাড় হয়ে গেল তা কবে ঠিক হবে সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। প্রসঙ্গত, এর আগেও শহর দেখেছে স্টিফেন কোর্ট ও আমরির ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। প্রচুর মানুষ মারা গিয়েছেন তাতে। আবার গত বিধানসভা নির্বাচনের অব্যবহিত আগে পোস্তায় নির্মীয়মান বিবেকানন্দ সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনাও কেড়ে নিয়েছে অসংখ্য প্রাণ। সবক্ষেত্রেই গঠিত হয়েছে কমিটি। কিন্তু তার রিপোর্ট কোথায় গেল, কি হল তার কেউই জবাব পান নি। সবকিছুই যাকে বলে ধামাচাপা পড়েছে রাজনীতির কূটচালিতায়। বাম জমানার স্টিফেন কোর্টের প্রতিচ্ছবি আমরি অগ্নিকাণ্ড ও বাগড়ির ভয়াবহতায় প্রকট হয়েছে। তাও সেই এক দায়সারা রাজনীতি অব্যাহত থেকে গিয়েছে। মূল ঘটনা থেকে দূরে সরে সরকার পক্ষ ও বিরোধী শিবিরের কাজিয়ায় দিকবিদিক বিদীর্ণ হয়েছে। কিন্তু সমস্যার শিকড়ে পৌঁছাতে পারেনি কেউই। একে অপরকে দোষারোপের মধ্যেই রাজনীতিবিদরা নিজেদের রসদ খুঁজে নিয়েছেন। আর শহর চাপা আতঙ্কে ভুগছে আবার কবে না একটা ব্রিজ ভেঙে পড়ে কিংবা প্রবল দাবানলে ভস্মীভূত হয়ে যাক কোনও বাজার। এভাবেই উলুখাগড়াদের জীবনযাত্রা অব্যাহত থাকছে, থাকবে।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ

তখন তিনিও বুদ্ধের প্রতি কেমন শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন যে বুদ্ধ ঈশ্বরের কথা বলেন নাই, আত্মত্যাগ ব্যতীতআর কিছুই প্রচার করেন নাই? ধর্মান্ধ ব্যক্তি শুধু জানে না যে, তাহার ও যাহাদের সহিত তাহার মতবিরোধ,তাহাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই। উপাসক ভক্ত মনে সর্বদা ঈশ্বরেরভাব এবং চারিদিকে শুভ পরিবেশ রক্ষা করিয়া অবশেষে সেই একই স্থানে উপনীত হন এবং বলেন 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।' তিনি নিজের জন্য কিছুই রাখেন না। ইহাই আত্মত্যাগ। দার্শনিক জ্ঞানী জ্ঞানের দ্বারা দেখেন এই আপাতপ্রতীয়মান আমিভ্রমমাত্র,এবং সহজে উহা পরিত্যাগ করেন। ইহাও সেই আত্মত্যাগ অতএব কর্ম, ভক্তি

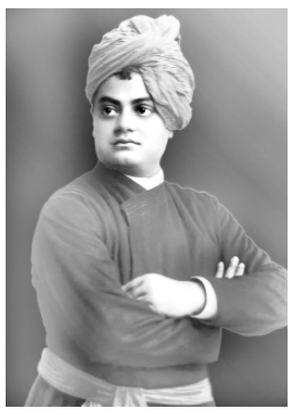

ওজ্ঞান এখানে মিলিত হইল, প্রাচীনকালের বড় বড় ধর্মপ্রচারকগণ যেশিখাইয়াছেন ভগবান জগৎ নন তাহার মর্মও এই আত্মত্যাগ জগৎ এক জিনিস, ভগান আর এক জিনিস এই পার্থক্য অতি সত্য। জগৎ অর্থে তাঁহারা স্বার্থপরতাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। নিঃস্বার্থতাই ঈশ্বর। এক ব্যক্তি স্বর্ণময় প্রাসাদে সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়াও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর হইতে পারেন। তাহা হইলেই তিনিঈশ্বরভাবে মগ্ন। আর একজন হয়তো কুটিরে বাস করে, ছিন্ন বসন পরে এবং সংসারে তাহার কিছুই নাই, তথাপি সে যদি স্বার্থপর হয়,তবে সেপ্রচণ্ডভাবে সংসারে মগ্ন।

এখন আমাদের মূলসূত্রগুলির পুনরাবৃত্তি করা যাক। বলি, ভাল করিতে গেলেই কিছু মন্দ এবং মন্দ করিতে গেলেই তার সঙ্গে কিছু ভাল না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহা জানিয়া আমরা কর্ম করিব কিরূপে? এই তত্ত্বের মীমাংসার চেষ্টায় এই জগতে অনেক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল, যাঁহারা অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে, ধীরে ধীরে আত্মহত্যা করাই সংসার হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়, কারণ জীবন ধারণ করিতে গেলেই মানুষকে ছোট ছোট জীবনজন্তুর ও বৃক্ষলতার জীবন নষ্ট করিতে হইবে।

ফেসবুক বার্তা

বিরল মুহূর্ত, দুর্লভ ছবি

আমেরিকার ইলিয়ট শহরে গ্রিন আর্ক স্কুলে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৯৪ সালে তোলা মূল ছবিটি সেখানকার ইলিয়ট বাহাই আর্কাইভের সংগ্রহে রয়েছে।

গণতন্ত্রের নামে অগণতান্ত্রিক শাসন, নড়বড়ে প্রশাসন ও মাঝেরহাট ব্রিজ ভাঙন

নির্মল গোস্বামী

স্বাধীনতার ৭২ বছর পরও শাসককে গণতন্ত্রের পাঠ শেখাতে হচ্ছে। বিরুদ্ধ মত যে 'সেফটি ভালব' তা মনে করিয়ে দিচ্ছে দেশের সুপ্রিম কোর্ট। ভারতে কোনও দিন গণতন্ত্রের পুষ্টি সাধনের জন্য গণতন্ত্রের চর্চা হয় নি। গণতন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র তা শাসকের শাসন ক্ষমতা হাতে পাওয়ার উপায় হিসাবে। আর ক্ষমতা লাভের পর ক্ষমতা ধরে রাখার অভিপ্রায়ে সরকার পরিচালনা করছে শাসকরা। গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সরকার গণতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে হেলায় পদদলিত করে চলে। এটাই ভারতীয় গণতন্ত্রের সব থেকে বড় কলঙ্ক। একবার ক্ষমতা পেলেই তারা মনে করে যেন বাপ দাদার জমিদারি ভোগ করার অধিকার পেয়ে গেল। আর সেই জমিদারি যাতে বংশানুক্রমিক ভোগ করা যায় তার জন্য বিরোধীদের মাথা চাড়া দেওয়ার মতো কোনও সুযোগ দিতে নারাজ হয়। দেশে সুশাসন কায়েম করার অনেক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমরা তা পাই না যেটা পাওয়া আমাদের অধিকার তা কেড়ে নেয় শাসকেরা। কারণটা হল শাসক দলের এবং শাসকের সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি থাকে পরের বারে কীভাবে ক্ষমতায় ফেরা যাবে তার রূপরেখা রূপায়ণের। কোন জাতি বা গোষ্ঠীকে কাছে টানতে পারলে তাদের ভোট পাওয়া সহজ হবে তা নির্বাচন করতে হয়। সেই ভাবে সরকারি টাকা তাদের অনুদানের ব্যবস্থা করতে হয়। তা আবার যাতে কোর্টের বাধায় ভেসে না যায় তার আইনি ব্যবস্থা করতে হয় সরকারকে। একটা দল ক্ষমতায় আসতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। সেই অর্থ যারা জোগায় তাদের খুশি করার কাজটা সুকৌশলে চতুরতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হয়। বিরোধীরা যাতে ধরতে না পারে। জনগণ যেন মনে না করে যে তাদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করছে দল। ফলে মেধা ও চিন্তা শক্তির উদ্ভাবনী ক্ষমতার সবটুকু ব্যয় হয় দলের ছোট বড় মেজো নেতা থেকে কর্মীরা কী ভাবে করে খাবার সুযোগ পাবে তার কৌশল রূপায়ণে। দলের হয়ে যারা ভোট আনে তারা হল দেশের বিশাল বেকার বাহিনী। এই দলের বেকাররা বা কর্মীরা কেউ মেধা সম্পন্ন নয়। তাই তারা চাকরির সুযোগ স্বাভাবিক প্রথাগত পথে পাবে না। তাহলে চাকরির পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস করতে হবে। তাতে করে আইন বাঁচিয়ে কর্মীরা বা তাদের পারিবারিক লোকেরা যেমন সুযোগ পাবে তেমনি সেই ফাঁস হওয়া প্রশ্ন বিক্রি করে কিছু কড়িও ট্যাঁকে গুঁজতে পারবে নেতারা। সম্প্রতি এমনি এক খবর প্রকাশ করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছেন অশোক চৌধুরী নামে এক বেসরকারি ছাপাখানার কর্মী। তিনি অভিযোগ করেন যে, উত্তরপ্রদেশ, ত্রিপুরার সরকারি চাকরির প্রশ্ন ও উত্তরপত্র ফাঁস হয়েছে তার হাত দিয়ে। এটা তো হিমশৈলের চূড়া মাত্র।

যদি রাষ্ট্রক্ষমতাকে কমাবার যন্ত্রে পরিণত না করত শাসকরা তাহলে দেশে অনেক ভাল কাজ করা যেতো। যদি মোদীর গোপন কোনও অভিসন্ধি না থাকত তাহলে র‍্যাফাল বিমান কেনার সময় বিরোধীদলের নেতাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাদের সামনে চুক্তি সই করলে মোদীর সম্মান হানি হত না। উপরন্তু উদার শাসকের সম্মান পেতেন। তখন ভোটের জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে হত না। কিন্তু তেমনটা হল না। মোদী সংসদে ঢোকার আগে আভূমি প্রণাম করে গণতন্ত্রের মর্যাদার রক্ষক সাজলেন সাময়িকভাবে ।এখন র‍্যাফাল চুক্তি খতিয়ে দেখতে যৌথ সংসদীয় কমিটি গড়তে নারাজ। প্রশ্ন হল কেন? গণতন্ত্রে বিরোধীদের দাবি মানাটা তো সুশাসকের কর্তব্য। সেই সুশাসক হতে কে বাধা দিচ্ছে? আমাদের গণতন্ত্রের কাঠামো গণতান্ত্রিক কিন্তু অভিমুখ চরম স্বৈরতান্ত্রিক। আবার আমাদের রাজ্য সবার উপরে। সামান্য পঞ্চায়েত ভোটটা যদি না করতে হতো তাহলে বোধ হয় শাসকের ভালো হতো। এবং এখন বলতে দ্বিধা নেই যে আমাদেরও মানে আম জনতারও ভালো হতো। তাহলে নমিনেশন থেকে ভোট পর্ব ও বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে প্রায় ১০০ প্রাণ ঝরে যেতো না অকালে।

কি করে পশ্চিমবঙ্গকে বিরোধীশূন্য করা যায় সেই চিন্তাতেই মশগুল সরকার। যেন গণতন্ত্রের সেইটাই সর্বোচ্চ মহিমা। যেন বিরোধী শূন্য করে দিলেই রাজ্যে মন্ত্রী বিভিন্ন দুর্নীতির মামলায় জড়িত তাঁদের বাঁচানো যাবে। তাদের আইনি রক্ষা দেবার কাজে অনেক সময় ব্যয় করতে হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। এক সরকারের মৌলিক কাজ হল সঠিকভাবে প্রশাসনকে পরিচালনা করা। রাস্তাঘাট, জল, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি পরিষেবা যাতে জনগণ ঠিক ঠিক মতো পায় তা সুনিশ্চিত করা। প্রশাসনকে সর্বদা ট্যাঁকে গুজে জেলার পর জেলায় যদি মুখ্যমন্ত্রী ছুটে বেড়ায় তাহলে প্রশাসনের সময় ও শক্তির অপচয় হয়। প্রশাসনকে দিয়ে অনৈতিক কাজ করালে তারও দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করে। তোমার হয়ে দুটো কাজ করলে নিজের স্বার্থে চারটে কাজ তারা করবে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্রয়ে ভারতী ঘোষের সৃষ্টি যে হয়েছিল তা সকলেই জানে। আজ সেই প্রশাসনই প্রমাণ করছে যে একজন আইপিএস কত বড় তোলাবাজ। এমন আগে কত তোলা বাজ প্রশাসনের অন্দরে কাজ করে চলেছে তার খবর এখনও জানা নেই।

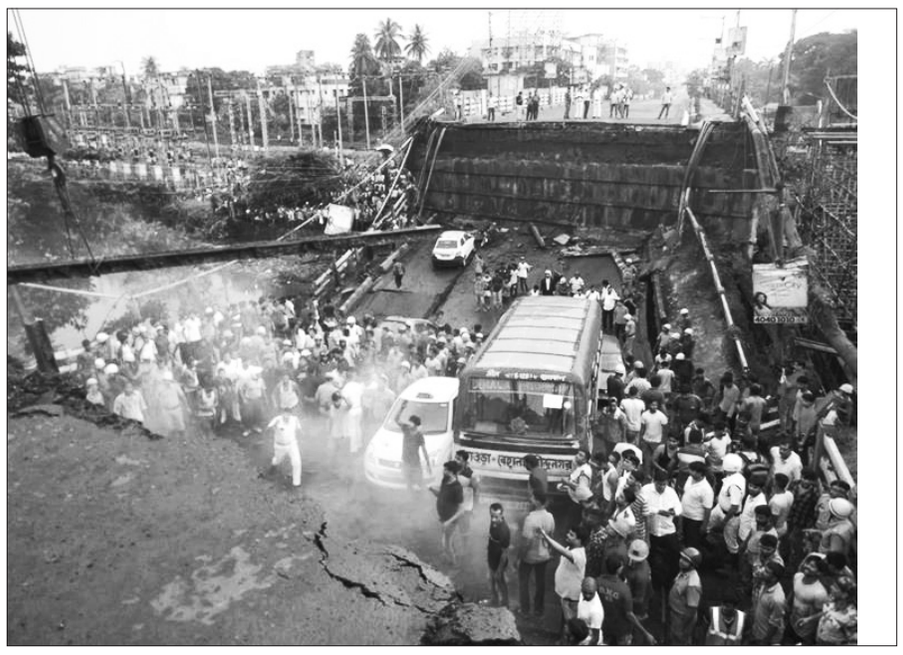

মাঝেরহাট ব্রিজ ভেঙে পড়ল। মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যসচিবকে ধমক দিচ্ছেন কেন টেন্ডার ডেকেও কাজ হল না। কাজ হল না এই জন্য যে মনের মতো ঠিকাদার মেলেনি হয়তো। মানে নেতাদের অফিসারদের চাহিদা মিটিয়ে কেউ কাজ করতে চায় নি তাই কাজ হয় নি। তোলা না দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে যে কোনও কাজ হয় না তা একটা বাচ্ছা ছেলেও জেনে গিয়েছে। কিন্তু ব্রিজ সারানোটা যে আশু জরুরি সেই বোধটাই প্রশাসনের নেই। এখানে প্রশাসন বলতে একজনকেই বোঝায়। যে কোনও দফতরের কাজ তাঁর অনুমতি ছাড়া করা সম্ভব নয়। একটা গাছের চারা বিলি করতে তিনিই কলকাতা থেকে মেদিনীপুরে ছুটে যান। আর বিগত ছ'মাস তিনি ব্যস্ত ছিলেন বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত দখল করার স্বপ্নে। বিরোধীদের নমিনেশনে কিভাবে বাধা দেওয়া যায়। তার জন্য ডিএম, এসপি, বিডিওদের বাগে আনতে হবে। তার পরিকল্পনা করতে হয়েছে। তাও মাত্র ২৪ হাজার আসন বিরোধী শূন্য হয়েছে। এ রাজ্যের বিরোধীরা নেহাতই নাছোড়। এতো মার খেয়েও নমিনেশন দিয়েছে। এরপর ছিল কোর্টে ছুটোছুটি। নির্বাচন কমিশনের কাজ দেখে বিরোধীরা অস্ত্র পেয়ে যাচ্ছে– তাকে সামলানো।

তার উপর সুপ্রিম কোর্টের কেস। সেখানে গণতন্ত্রের জয় হয় কিনা তাই নিয়ে টেনশনে ছিলেন। অধর্মের কল যদি বা বাতাতে নইল– তারপর বোর্ড গঠন ঘিরে নিজের দলের এবং বিরোধীদের হাঙ্গামায় ১১ জনের প্রাণ গেল। সেখানেও ম্যানেজ করার কাজ চলছে– বিরোধী ভাঙিয়ে বোর্ড গঠনের। এরপর কোন ব্রিজ সারানোর প্রয়োজন বা কেন ঠিকাদার পাওয়া যাচ্ছে না তার চিন্তা মাথায় থাকে কি? ওদিকে সাধের কানন যার উপর কলকাতা পরিচালনার ভার দিয়ে রেখেছেন তিনি তো বুড়ো বয়সে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন। ওদিকে স্ত্রীর বিচ্ছেদের মামলা মাথায় ফলে তাকেও খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। ওদিকে সিরিয়াল ওয়ালাদের ধর্মঘট মেটাতে হবে তাকেই। দার্জিলিং–এর সিটটা যাতে এবার হাতে আসে তার জন্য ঘনঘন তাঁকেই পাহাড়ে ছুটোছুটি করতে হচ্ছে।

এবার নীল –সাদা রঙের খোল করতাল বিলি করবে সরকার তার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এতো সবের মাঝে ৪০ বছরের বুড়ো ব্রিজ ভাঙতেই পারে। ব্রিজ হবে। জনগণের ভোগান্তির শেষ হবে আবার ব্রিজ হলে কিন্তু প্রশাসন ভেঙে পড়লে ভোগান্তির শেষ হবে না কোনও দিনই। ব্রিজ না প্রশাসন কোনটা ভেঙে পড়েছে তা স্থির করতে হবে পশ্চিমবঙ্গবাসীকেই।স

শান্তিরক্ষা সমিতির রক্তদান

রিম্পি ঘোষ: উত্তরপাড়ার রঘুনাথপুর বাজার প্রতিরোধ বাহিনীর উদ্যোগে ও রঘুনাথপুর বাজার শান্তিরক্ষা সমিতির সহযোগিতায় এক রক্তদান শিবির ও তিনদিনব্যাপী এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক

প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পিত এই প্রতিযোগিতায় নৃত্য, অংকন, হস্তলিখন ও সংগীত এই চারটি বিভাগে প্রায় ৩৩৩ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। প্রায় ৭২ জন রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, প্রাক্তন বিধায়ক শ্রুতিনাথ প্রহরাজ,উত্তরপাড়া – কোতরং পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব, উত্তরপাড়া – শ্রীরামপুর ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি বিজন মন্ডল, পঃবঃ ভলান্টিয়ার ব্লাড ডোনার্স ফোরামের সম্পাদক অপূর্ব ঘোষ, হুগলি চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক মধুসূদন মুখার্জী ও শ্রীরামপুর মহকুমার সাধারণ সম্পাদক তপন রায়, ডানকুনি থানার আই.সি. বিশ্বজিৎ মুখার্জী, ২১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর খোকন মন্ডল, মানিকলা নৈশ প্রতিরোধ বাহিনীর যুগ্ম সম্পাদক হৃষীকেষ চ্যাটার্জী প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সাফল্যের সঙ্গে সঞ্চালনা করেন অংকন সেনগুপ্ত।

পিয়ালীতে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনার পিয়ালী কলাড়িয়া বাঁশড়া ব্লকে ক্যানিং–১ এ পিয়ালী তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়ে ছিলো। এই

রক্তদান শিবির এ বছরে পা দিলো ষষ্ঠ বর্ষে। এ দিন অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ১০টায়। পিয়ালীর কলাড়িয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয়। মঞ্চে বাউল শিল্পীদের গান মুগ্ধ করেছিলো এলাকার শ্রোতাদের। এদিন ২৭০ জন রক্তদাতা এসে রক্ত দান করেন। এদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা ছিলো ৭৪ জন। উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিম বিধায়ক শ্যামল মন্ডল ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সহ সভাপতি শৈবাল লাহিড়ী। এছাড়া বাঁশড়া অঞ্চল প্রধান দীপালী মন্ডল বঁশড়া সভাপতি বিজন মন্ডল, ও সম্পাদক আশীষ শীল। শিক্ষক, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও এলাকার সমাজ সেবী দীপক মন্ডল এবং গুণী জনেরা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। বিধায়ক শ্যামল বাবু বলেন, রক্তের কোনো জাত হয় না। যখন মরণাপন্ন মানুষকে বাঁচাবার জন্য দৌড় ঝাঁপ করা হয় রক্তের জন্য তখন আমার কোনো জাত দেখিনা। রক্তের মধ্যে কোনো হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, জৈনের কোনো গন্ধ পাওয়া যায়না বা লেখা থাকে না। সুতরাং রক্ত রক্ত। আজ এই রক্ত দান শিবিরে প্রচুর মানুষ স্বেচ্ছায় রক্ত দান করতে এসেছে দেখে আমি অভিভূত।

মহরমে রক্তপাত নয়, শপথ নিয়ে মুমূর্ষুদের পাশে ৪০ জন মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবার থেকে আর মহরম উৎসবে বৃথা রক্ত ঝরবে না। দেহের সেই বিন্দু বিন্দু রক্তের ঠাঁই হবে মুমূর্ষুদের শরীরে। এমনই শপথ নিয়ে নজির সৃষ্টি করলেন নারী পুরুষ নির্বিশেষে শতাধিক মুসলিম বাসিন্দা। এতদিন মহরমে এলাকার বাসিন্দারা বৃথা রক্ত ঝরানোর দৃশ্য দেখতেই অভ্যস্ত ছিলেন। এবার সেই দৃশ্যের পরিসমাপ্তি ঘটল। পরিবর্তে এক মানবিক দৃশ্যের অবতারণার মধ্য দিয়ে নতুন দিগন্তের সূচনা হল পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে। আউশগ্রাম ২ নং ব্লকের ভেদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রাহ্মণডিহি গ্রামের মসজিদতলায় ১৫ সেপ্টেম্বর স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল এলাকার মহরম উৎসব উদযাপন কমিটি। ওই শিবিরে মুসলিম সম্প্রদায়ের ৪০ জন মহিলা সহ ১১০ জন রক্তদান করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক অভেদানন্দ থান্দার, স্থানীয় শিক্ষাবিদ সামসুল আলম প্রমুখ বিশিষ্টজন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মহরম উৎসব কমিটি এবার তাদের চিরাচরিত প্রথা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। এতদিন এলাকাবাসী নিজের দেহের রক্ত ঝরানোর মধ্য দিয়ে মহরম উৎসব পালন করতেন। এই রক্ত শরীর বেয়ে বৃথাই মাটিতে পড়ে নষ্ট হত। কিন্তু, এভাবে বৃথা রক্ত না ঝরিয়ে তা যদি মুমূর্ষুদের জন্য দান করে দেওয়া যায় তাতে সমাজেরই মঙ্গল হবে। তাই চিরাচরিত প্রথার বদল ঘটিয়ে মহরম উৎসবকে সামনে রেখে রক্তদান কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া। অবশেষে মসজিদপাড়ায় নজির সৃষ্টি হল। মহরম কমিটির কর্মকর্তা আজিজুল শেখ, নুর জামালদের পাশাপাশি রক্তদানে শামিল হলেন এলাকার মহিলারাও। সাহানারা খাতুন, জ্যোৎস্না বেগমদের মতো নানা বয়সি ৪০ জন মহিলা অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে জীবনে প্রথমবার রক্তদান করে নজির সৃষ্টি করলেন। সমাজের মুমূর্ষু মানুষের জন্য রক্তদান করে যে অনাবিল আনন্দ পাওয়া যায় তা এতদিনে বুঝতে পারলেন তাঁরা।

এলাকার শিক্ষাবিদ সামসুল আলমের অভিমত, এধরনের উদ্যোগ ভবিষ্য প্রজন্মকে আরও অনুপ্রাণিত করবে। বিধায়ক অভেদানন্দ থান্দার বলেন, এলাকার বাসিন্দারা এবার থেকে বিনা রক্তপাতে মহরম উৎসব পালনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমি তাকে স্বাগত জানিয়েছি। এলাকার বাসিন্দারা মহরমে নিজের রক্ত বৃথা না ঝরিয়ে সেই রক্ত মুমূর্ষুদের জন্য দান করে উৎসব পালনের জন্য শপথ নিয়ে নজির সৃষ্টি করলেন। সর্বত্রই যদি এভাবে মানুষ এগিয়ে আসেন তাহলে এই সমাজটা আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।

দমকলে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যানিং –রক্তের হাহাকার এবং সঠিক রক্তগ্রহীতা যাতে করে রক্ত পেয়ে সুস্থ জীবনে ফিরতে পারেন সেই লক্ষ্যমাত্রা রেখে ক্যানিংয়ে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করলো দমকল বিভাগ। একদিকে প্রচণ্ড দাবদাহ আর অন্যদিকে ২৪ঘন্টা পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় নিজেদের কে। সমাজের সেই দায়বদ্ধতা নিয়ে সমাজে আরও সামাজিক কর্তব্য পালন করার উদ্যোগ নিয়ে ময়দানে নামলো ক্যানিং দমকল বিভাগের সর্বস্তের কর্মীরা। মঙ্গলবার সকালে সেই সামাজিক কর্তব্য পালনের উদ্যোগ নিয়ে ক্যানিং দমকল বিভাগেই এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলেন দমকল বিভাগের কর্মীরা। এদিন বহিরাগত লোকজনের পাশাপাশি নিজেরাও রক্তদান করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এদিন রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল। ক্যানিং দমকল বিভাগের কর্মী গোবিন্দ বৈরাগী,নিরাঞ্জন বাগ,কৌশিক ঘোষ,বিকাশ মিস্ত্রী,সন্দীপ সরকার,অভিজিত মণ্ডলরাও রক্তদান উৎসবে স্বেচ্ছায় রক্তদান করে সাধারণ মানুষদের কে উৎসাহিত করেন।

ক্যানিং দমকল বিভাগের প্রধান স্বপন কুমার মণ্ডল বলেন , মানুষের সেবায় নিয়োজিত হয়ে একদিকে যেমন আমরা আগুন নেভানোর কাজ করে থাকি ঠিক

সেই ভাবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের পাশে থাকতে চাই সবসময়। সেই নৈতিক দায়িত্ববোধ মাথায় রেখে আমাদের এই রক্তদান উৎসব।

এদিন রক্তদান শিবিরে প্রায় ৫০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন।

পাঠকের কলমে

ইমরান নয়া নজির গড়ুন, প্রার্থনা ভক্তদের

সম্প্রতি পাকিস্তানের বিশ্ববন্দিত ক্রিকেটার মাননীয় ইমরান খানের প্রধানমন্ত্রী পদে বসার ফলে ক্রীড়াজগত যারপরনাই খুশি এবং আনন্দিত। আমি ভারতবাসী হয়ে তাকে অভিনন্দন ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আপামর ভারতবাসী তাঁর খেলা দেখেছেন ও আনন্দতৃপ্তি পেয়েছেন। ক্রীড়াজগতের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ববান পুরুষরাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর খেলায় মুগ্ধ হয়েছি।

এই মানুষটি এখন রাজনীতি জগতে প্রবেশ করলেন। এখন সমগ্র পাকিস্তানী নাগরিকরা তাঁর কাছে অনেক কিছুই আশা করেন। আমরা ভারতীয়রাও তাঁর কাছে দীর্ঘদিনের তিক্ত সম্পর্কের উন্নতি আশা করি। ছোট থেকে দেখছি দুটি দেশই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রের দেশগুলিও এর থেকে অর্থনৈতিক সুযোগ নিয়েছে। দুইদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অনেক হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। দুই দেশেরই মায়েদের কোল খালি হয়েছে। ইমরান আসায় খেলাধূলার মাধ্যমে সম্পর্কের উন্নতি হউক এই আশা রাকি। শুধু ক্রিকেট নয় মাসে মাসে নানারকমের খেলাধূলার মাধ্যমে প্রসার ঘটানো হউক এই আশা করি। ঘরে ঘরে ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল ইত্যাদি বহুবিধ খেলার জন্য অ্যাকাডেমি গড়ে উঠুক। তবেই দেশ বাঁচবে, ছেলেগুলোও হিংসায় লিপ্ত হবে না। এরজন্য ইমরানকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। ভারত ও পাকিস্তানবাসীর সার্বিক উন্নতি হউক এই আশা রেখে শেষ করছি। নমস্কার ও শুভেচ্ছা নেবেন।

বীরু রায়, সিঁথি

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

বীরভূমে সেতুর বালাই

অভীক মিত্র : সরকারি বাস, বেসরকারি বাস,চারচাকা গাড়ি,মোটরসাইকেল,ডাম্পার,ট্রাক সহ অসংখ্যা যানবাহন কাতারে কাতারে প্রতিদিনই এই তিলপাড়া সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত করে। জরাজীর্ণ তিলপাড়া সেতু দ্রুত সংস্কারের দাবিতে ১৪ই সেপ্টেম্বর সকালে

পোস্টার দিলো রুদ্রদেব বর্মন,আনাস আক্তারের নেতৃত্বাধীন এসএফআই–র সদস্যেরা। পোস্তা,মাঝেরহাট উড়ালপুল বিপর্যয়ের পরেও যে প্রশাসনের হুশ ফেরে নি তার জ্বলন্ত উদাহরণ তিলপাড়া সেতু । জরাজীর্ণ তিলপাড়া সেতুর দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছে জেলার বাসিন্দারা।

তিলপাড়া সেতু সংস্কারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বয়সের ভারে জরাজীর্ণ তিলপাড়া সেতু। বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ৩০৯ মিটার লম্বা এবং তিরিশ ফুট চওড়া তিলপাড়া সেতু। রানীগঞ্জ – মোরগ্রাম ৬০নং জাতীয় সড়কের উপর অবস্থিত তিলপাড়া সেতু। সেতুর দুই পাশের সিমেন্টের রেলিং ক্ষয়ে বেরিয়ে গিয়েছে মরচে ধরা লোহার শিক। ভারী যান চলাচল করলে কেঁপে ওঠে সেতুটি। ম্যাসানঞ্জোর বাঁধ থেকে ছাড়া জল চাষের কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে ময়ূরাক্ষী নদীর গতিপথে ১৯৫১ সালে তৈরি করা হয়েছিলে তিলপাড়া মিহিরলাল ব্যারেজ। সঙ্গে তৈরি হয়েছিলো ব্যারেজের উপর সেতু। তিলপাড়া সেতুর একপাড়ে সিউড়ি সরকারি আইটিআই কলেজ,সরকারি পলিটেকনিক কলেজ,বিআইটি কলেজ,পঞ্চায়েত অফিস সহ জনবহুল এলাকা। অপরপাড়ে খয়রাকুড়ি,শেওড়াকুড়ির মতো জনবহুল গ্রাম এলাকা। দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম এই তিলপাড়া সেতু।

পূর্ব বর্ধমানের তৃণমূল যুবনেতাকে নয়া দায়িত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের পাঁচটি পঞ্চায়েতের পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পেলেন। দলের দীর্ঘদিনের এই কর্মীকে নতুন দায়িত্বে নিয়ে এলেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা কেতুগ্রাম ও মঙ্গলকোট বিধানসভা কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক অনুব্রত মণ্ডল। ১৬ সেপ্টেম্বর বীরভূমে আয়োজিত দলীয় বর্ধিত সভা থেকেই অনুব্রত মণ্ডল অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়কে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব তুলে দিতেই কর্মীরা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, অরিন্দমবাবুকে পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোট বিধানসভা কেন্দ্রের আলমপুর, গীধগ্রাম ও সরগ্রাম এবং কেতুগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের কোশীগ্রাম ও শ্রীখণ্ড পঞ্চায়েত এলাকার পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই দুই বিধানসভা ক্ষেত্র বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের অধীনস্ত। অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকেই রাজনীতিতে যুক্ত থাকায় জেলাজুড়ে দলের অসংখ্য কর্মীদের অত্যন্ত আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে তিনি রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ সহ দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডলের কাছের ও কাজের মানুষ হয়ে ওঠায় অরিন্দমবাবুকে ঘিরে দলীয় কর্মীদের মধ্যে প্রত্যাশার পারদ চড়তে থাকে। একটা সময় তাঁকে দলের গুরুদায়িত্বে নিয়ে আসার দাবি জোরদার হতে থাকায় শেষপর্যন্ত শীর্ষ নেতৃত্ব দলীয় কর্মীদের সেই দাবিকে মর্যাদা দেন বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত। অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি সবার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের একজন অনুগত সৈনিক। নতুন দায়িত্বে এসে আমার একটাই লক্ষ্য সকলকে নিয়ে একসাথে চলে ও মানুষের পাশে থেকে দলকে আরও শক্তিশালী করা।

অমানবিক পরিবার

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ ক্যানিং ঃ– অমানবিকতার নজির! সামান্য মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ায় পরিবারের লোকেরাই কোমরে মোটা শিকল পরিয়ে বেঁধে রাখলো বছর ছাব্বিশের এক যুবক কে। বাড়ি হোক কিংবা পথ ঘাট সর্বত্র ওই যুবককে মোটা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখেন পরিবারের লোকেরা। শনিবার দুপুরে চিকিসার জন্য ওই যুবককে কলকাতায় নিয়ে যান পরিবারের লোকেরা। কিন্তু সেখানেও তার কোমরে ঝুলতে দেখা গিয়েছে মোটা শিকল। কয়েকদিন আগেও সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল হাসিবুর রহমান মোল্লা নামে ওই যুবক। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার কেউটি কুমিরমারি পাড়ার বাসিন্দা হাসিবুরের পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও রয়েছে তিন সন্তান। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভিন রাজ্যে ব্যবসা করতে গিয়েছিল ওই যুবক। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে হাসিবুর মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে বলে দাবি পরিবারের সদস্যদের। সেই কারণে গত কদিন ধরে হাসিবুর সকলের সাথে অসংলগ্ন আচরণ করতে শুরু করে বলে অভিযোগ। আর সেই কারণেই পরিবারের লোকজন হাসিবুরের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে তার কোমরে মোটা শিকল ও তালা ঝুলিয়েছে। বাড়িতে থাকাকালীনও তাকে সবসময় এই তালা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখেন পরিবারের লোকজন। এমনকি বাইরে কোথাও যাওয়ার সময় ও কোমর থেকে এই মোটা শিকল ও তালা খোলা হয় না। এদিন কলকাতায় মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পরিবারের লোকজন ক্যানিং হাসপাতালে আসেন। সেখানেও দেখা যায় একই চিত্র। তবে এদিন হাসিবুরকে দেখে মনে হয়নি তাকে অমানুষের মতো এতো মোটা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। এমন অমানবিক ঘটনায় অমানবিকতার নজির দেখল ++ক্যানিং তথা রাজ্যবাসী।

মৎস্যজীবীদের গণ অবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : নানা দাবি আদায় ও প্রতিবাদ জানিয়ে বুধবার সকালে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিশারমেন অ্যাসোসিয়েশন এর ডাকে হাজার হাজার মৎস্যজীবী মঞ্চ বেঁধে লাগাতার অবস্থান করল ক্যানিংয়ের সুন্দরবন টাইগার প্রজেক্ট অফিসের সামনে।

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘ,কুমির,হিংস্র জন্তু,প্রাকৃতিক দুর্যোগ,জলদস্যুদের অত্যাচার ও আক্রমণ উপেক্ষা করে সুন্দরবন সহ লাগোয়া জেলায় লক্ষাধিক মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী ও খাঁড়িতে মাছ,কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।

উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালে সুন্দরবনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। সুন্দরবন টাইগার প্রজেক্ট ও সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট।

এই বিভাগের ফলে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ এর অধিকাংশ এলাকায় মৎস্যজীবীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা হয়। মৎস্যজীবীদের অভিযোগ, এর ফলে বন বিভাগের নানান অত্যাচার সহ্য করে মাছ,কাঁকড়া ধরতে হয়।

১৯৮২ সালের আগে দাঁড় ও পাল তোলা নৌকায় দ্বারা মাছ,কাঁকড়া ধরতেন মৎস্যজীবীরা। এর ফলে মৎস্যজীবীরা ক্ষতিগ্রস্থ হতেন মাছ,কাঁকড়া ধরে খুবই কমদামে বনে মধ্যে নৌকা যুক্ত আড় এ বিক্রি করতে বাধ্য,অন্যদিকে জলদস্যুরা সুযোগ বুঝে ছিপ নৌকা নিয়ে মৎস্যজীবীদের দিনের পর দিন আটকে রেখে লক্ষাধিক টাকা মুক্তিপণ আদায় করতো। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে মৎস্যজীবীরা আগাম কোনও সতর্কতা পেতেন না। যার ফলে ঘরে ফেরা হতো না এবং দুর্যোগে পড়ে অনেকেই আবার চিরতরে নিখোঁজ হয়ে যেতেন।

বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির জন্য যন্ত্রচালিত নৌকার সাহায্যে মাছ,কাঁকড়া বিক্রি করে যথার্থ মূল্য পাওয়ার পাশাপাশি অনেক সময় জলদস্যুরা তাড়া করেও ধরতে না পারার জন্য মৎস্যজীবীরা অনেক রক্ষা পাচ্ছেন। এছাড়াও রেডিওর মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম সতর্কতার সংবাদও পেয়ে যথার্থ স্থানে আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে পারছেন এবং মৃত্যু হারও কমেছে।

আবার দরিদ্র মৎস্যজীবীরা গ্রামীণ মহাজনদের কাছ থেকে চড়াসুদে টাকা নিয়ে Assembly Type গিয়ার বিহীন মেশিন বসিয়ে মাছ,কাঁকড়া ধরতে যান।

মৎস্যজীবীদের অভিযোগ, বনদফতরকে একাধিকবার নানান সমস্যার কথা জানানো স্বত্বেও বনবিভাগের কর্মচারিদের অত্যাচার বন্ধ হয়নি বরং বেড়েই চলেছে। সুন্দরবনের নদী ও খাঁড়িতে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা মাছ,কাঁকড়া ধরার জন্য হাজার হাজার ট্রলার ও ট্রলি সুন্দরবনের নদী ও খাঁড়ি দিয়ে বঙ্গোপসাগরে যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় খাঁড়িতে আশ্রয় হয় না এবং ট্রলার খারাপ হলে সুন্দরবনের নদীর চড়ায় ট্রলার ও মাছ ধরার জাল মেরামতি করতে হয়। তাঁদের আরো দাবি, ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের উন্নতি করার পরিবর্তে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডিএফও গত ৭ আগস্ট এক নির্দেশিকায় রেঞ্জ অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছেন যন্ত্রচালিত নৌকাকে মাছ,কাঁকড়া ধরার পারমিট না দেওয়ার জন্য(মেমো নং ১৩৭৩/১৮)। এই নির্দেশের ফলে প্রায় কুড়ি হাজার যন্ত্র চালিত নৌকার মাছ কাঁকড়া ধরা বন্ধ হতে চলেছে।

এদিন প্রতিবাদ অবস্থায় সভায় উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিশারমেন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জয়কৃষ্ণ হালদার,সভাপতি সভাপতি প্রণব কর,আমিরুল সরদার সহ বিশিষ্টরা।

জয়কৃষ্ণ বাবু বলেন, বিষয়টি আমরা সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ ও বনদফতর কে জানিয়েছি,সেখান থেকে আমাদের কে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে আগামী কাল আমাদের সাথে আলোচনা করা হবে।

বারাসাতে রেল কর্মশালা

পার্থ ঘোষ, বারাসাত : বৃহস্পতিবার বারাসাত রেলওয়ে স্টেশনের এক নম্বর প্লাটফর্মের প্রধান টিকিট পরীক্ষকের অফিসে রেল দফতরের উদ্যোগে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজের প্রভাস দানসানা প্রধান অতিথি হিসাবে এই কর্মশালায় যোগদান করেন।

রেলের সুরক্ষা ও সচেতনতার উপর এই কর্মশালায় রেলের সর্বস্তরের কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।সিগন্যালিং ব্যাবস্থা যথোপযুক্ত ব্যাবহার ,দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় আশু কর্তব্য নিয়ে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা হয়,রেল দফতরের কর্মীদের তাদের কর্মক্ষেত্রের দৈনন্দিন সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধানের পথ বের করার চেষ্টা করা হয়।

পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নে প্রভাস দানসানা জানান,শিয়ালদহ ডিভিশনে সুরক্ষা যথেষ্ট। এই ডিভিশনের রেলের ব্রিজের আবস্থা সন্তোষ জনক,কোথাও ব্রিজের অবস্হা আশঙ্কা জনক নয়। রেলের জায়গায় অবাঞ্ছিত জব্বর দখল প্রসঙ্গে তিনি বলেন,রাজ্য সরকারের সাহায্য নিয়ে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া চলছে।যে যে স্থানে উচ্ছেদ দরকার আমরা তা রাজ্য সরকারের সাহায্য নিয়েই করে থাকছি।

রেলের যাবতীয় সুরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া চলছে তবে নিরন্তর পর্যবেক্ষণের পরামর্শ তিনি দিয়ে গেছেন বলে জানান। এই অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক রেলকর্মী অংশগ্রহণ করেন।এরকম ঘরোয়া পরিবেশে কর্মশালার আয়োজনে স্বভাবতই খুশি সাধারণ কর্মী থেকে আধিকারিকরা।

আক্রান্ত শাসকদল, পুড়ল বাড়িঘর, তীর নির্দলের দিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তেজনার আগুন ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকে। শাসকদলের কর্মীদের মারধরের পাশাপাশি তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে নির্দলদের বিরুদ্ধে। আগুনে তৃণমূল কর্মীদের দুটি বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ঘটনায় তিন মহিলা সহ মোট চারজন গুরুতর জখম হয়েছেন। আহত মহিলাদের মধ্যে একজন গর্ভবতীও রয়েছেন। এই ঘটনায় অভিযোগের তীর স্থানীয় নির্দল কর্মীদের বিরুদ্ধে উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার সকালে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের ওস্তাগার পাড়া এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। খবর পেয়ে স্থানীয় ফুলমালঞ্চ গ্রামপঞ্চায়েতের নব নির্বাচিত প্রধান ইউসুফ আনসারী(মোল্লা)ও ঘটনাস্থলে যান। ঘটনায় জড়িত প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, বাসন্তী ব্লকের বেশ কয়েকটি আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় টিকিট না পেয়ে নির্দল হিসেবে অনেকেই ভোটে প্রতিদন্দ্বিতা করেছিলেন। এই ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের ওস্তাগার পাড়ার বুথে ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনের ময়দানে লড়াই করেন নির্দল প্রার্থী। ভোটে তৃণমূল প্রার্থী অর্চনা নস্করকে হারিয়ে জিতে যান নির্দল প্রার্থী লাবনী সরদার। অভিযোগ ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই এই এলাকার তৃণমূল কর্মীদের উপর নির্দলরা হামলা করছে। মাত্র দিন চারেক আগেই এই গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন হয়েছে। একদিকে যখন প্রধান উপপ্রধান গঠনের পর থেকে বিভিন্ন এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন বুথে গিয়ে গিয়ে দলীয় কর্মী ও গ্রাম বাসীদের নিয়ে বৈঠক করছেন প্রধান ইউসুফ আনসারী(মোল্লা) ঠিক তখন বোর্ড গঠনের পর থেকেই গত তিনদিন ধরে এই গ্রামের তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে নির্দলরা হামলা করছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। রবিবার সকাল এগারোটা নাগাদ তৃণমূল কর্মী সিরাজ পিয়াদাকে মারধর করে তাঁর বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় নির্দল কর্মী হাফিজুর সেখ, নৌসদ লস্কর, ইব্রাহিম ওস্তাগারদের বিরুদ্ধে। সিরাজবাবুকে আক্রমণকারীদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে নির্দল কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হন তাঁর গর্ভবতী মেয়ে, স্ত্রী ও ভাইয়ের স্ত্রীও। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়ালে বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় এবং আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়। এ বিষয়ে ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতেয় নবনির্বাচিত প্রধান ইউসুফ আনসারী(মোল্লা) বলেন, যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন তাঁরা সকলেই আমাদের তৃণমূল কর্মী। এই ঘটনায় যারা প্রকৃত দোষী তাদেরকে চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছি।

জালে বিরল প্রজাতির মাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের মাতলা নদীতে মাছ ধরার সময়ে মৎস্যজীবীদের জালে উঠলো এক বিরল প্রজাতির মাছ। সেই মাছ দেখতে প্রচুর মানুষের সমাগমও হয়।

গত মঙ্গলবার রাতেই বাসন্তীর ভাঙনখালি এলাকার জনা চারেক মৎস্যজীবী মাতলা নদীতে মাছ ধরার জন্য জাল পাতেন। বুধবার সকালেই জাল তোলার সময় জাল খুব ভারী হওয়ায় বড় মাছ ধরা পড়েছে ভেবেই মৎস্যজীবীরা আনন্দে মেতে ওঠেন। অবশেষে জাল তোলার পর প্রায় তিন কেজি ওজনের নাম না জানা বিরল প্রজাতির একটি মাছ দেখে হতভম্ব হয়ে যান মৎস্যজীবীরা।

মৎস্যজীবী টুটুল মোল্লা বলেন, মাতলা নদীতে জাল পেতে সারারাত নৌকায় বসেছিলাম। সকালে জাল তোলার সময় ভেবেছিলাম অনেক বড় মাছ হবে। কিন্তু জালতোলার পর দেখলাম এক বিরল প্র্জাতির মাছ জালে ধরা পড়েছে।

রাস্তার কুকুর কে চিকিৎসা করিয়ে প্রাণ ফেরালো যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : খোদ সরকারি অফিসের সামনে তিনটি কুকুর পিচের মধ্যে জড়িয়ে মরণাপন্ন অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকতে দেখেও কারোর কোন টনক নড়লো না।এমন পরিস্থিতি দেখতে কৌতুহলী মানুষজন ভীড় জমায়েত শুরু করেন। রাস্তার পাশেই দুটি বাচ্চা সহ অসহায় মা কুকুর কে মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ক্যানিং অ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশানের সদস্য পশুপ্রেমী ষষ্ঠী প্রামাণিক চোখের জল ধরে রাখতে না পেরে চিকিৎসার জন্য এগিয়ে গেলেন।

ঘটনাস্থল ক্যানিং পিডব্লিউডি অফিস সংলগ্ন। কোনও প্রকারে ষষ্ঠীবাবু দুটি বাচ্ছা সহ মা কুকুর কে পিচ থেকে উদ্ধার করে দেহের মধ্যে আটকে জড়িয়ে থাকা পিচ ছাড়াতে গেলে কুকুরটি যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে দু–দুবার কামড়ও দেয়। তাস্বত্বেও ষষ্ঠী বাবু হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন।

তিনি ও তার এক বন্ধু সাহেব সাঁফুই দীর্ঘ ৪/৫ ঘন্টার চেষ্টা কুকুরগুলির দেহে থেকে পিচ ছাড়ানোর কাজ শুরু করেন। সাময়িক ভাবে পিচ ছাড়িয়ে দেওয়া হলেও যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে বাচ্ছা কুকুর দুটি মারাও যায়। এরপর ষষ্ঠীবাবু তাঁদেরই সংস্থা এক সদস্য তথা বিশিষ্ট পশু চিকিৎসক ডাঃ রিমি কে ডেকে নেন এবং মা কুকুরকে চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করে পুনরায় রাস্তায় ছেড়ে দেন। ষষ্ঠীবাবু বলেন বাচ্ছা কুকুর দুটি বাঁচাতে পারলে খুব খুশি,এখন নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। রাস্তায় ঘোরাফেরা করা প্রাণীদের প্রতি এমন মানবিকতা দেখে বিশিষ্ট সমাজসেবী ফারুক আহমেদ সরদার বলেন, রাস্তার একটা কুকুর কে যে ভাবে উদ্যোগ নিয়ে মানবিকতা দেখিয়ে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুললেন তা সত্যি প্রশংসনীয় ব্যাপার।আগামী দিনে ষষ্ঠীবাবুর মতো যুবকরা এমন কাজে এগিয়ে আসলে সমাজে রাস্তার পশুদের প্রতি অত্যাচার কমবে।

দুভাগ হল সোনারপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুর থানার অধিকারিদের বহু চেষ্টার পর দুভাগ হল সোনারপুর থানা। সোনারপুর থানা এলাকায় দিনের পর দিন লোকবসতি বেড়েই চলেছে। বর্তমানে ১৫ লক্ষ মানুষের বসবাস সোনারপুরে। এছাড়া কলকাতার লাগোয়া সোনারপুরে জমির দাম বাড়ছেই। তৈরি হয়েছে বহু ফ্ল্যাট। রাজনৈতিক দিক থেকে তাকালে ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও কাউন্সিলরদের ৩৫ টি ওয়ার্ড ও দুটি বিধানসভা। একটি সোনারপুর উত্তর অন্যটি দক্ষিণ। সোনারপুর থানার পুলিশ বেজায় খুশি। এখন শুধু উদ্বোধনের অপেক্ষা। সোনারপুর থানাকে দুভাগে ভাগ করে হল এক নরেন্দ্রপুর থানা অন্যটি ১০০বছরের পুরনো সোনারপুর।

পালিত হল করম উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ অরণ্য কে বাঁচিয়ে রাখতেই এই করম দেবতার আরাধনায় মাতে সুন্দরবনের মানুষ। অল আদিবাসী সাদরী সুষার এ্যাসোসিয়েশন ও বাসন্তীর কুলতলি আদিবাসী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ক্যানিং ও বাসন্তীর কুলতলিতে যাঁকজমক পূর্ণ ভাবে পালিত হল আদিবাসীদের পবিত্র প্রাচীন করম উসব পূজা। এদিন আদিবাসীদের পুরোহিত দ্বারা করম গাছ পূজা ও ধামসা মাদল নাচের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বাসন্তীর কুলতলির অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী বুদ্ধিজীবি মঞ্চের অন্যতম সদস্য তথা বীরসা মুন্ডার নাতনী কৌশল্যা মুন্ডা,কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শ্রীকান্ত গৌর,মেঘনাদ সরদার,শিক্ষক পবন সরদার,স্বপন সরদার,বলাই সরদার সহ বিশিষ্টরা।

কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শ্রীকান্ত গৌর বলেন এই পৃথিবীর আদিতে এই পৃথিবীর রুপ,রস,গন্ধে তুমি,জলে তুমি,জঙ্গলে তুমি,জমিতে তুমি,হে বীর তুমি প্রকৃতি বক্ষাকারী পৃথিবীর রক্ষাকর্তা। তোমার নৈষ্ঠিক আরাধনা পৃথিবীর শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত,বৃক্ষ আরাধনায় আদিবাসী সমাজ আদিকাল থেকে সদা প্রচেষ্টারত তাই তারা করম,সহরাই এর বহুবিধ পূজার আয়োজন করেছিলেন। তারা বুঝেছিলেন এই বৃক্ষ একমাত্র পৃথিবী রক্ষা করতে পারে সেই বৃক্ষ পূজারী আদিবাসী করম পূজার মাধ্যমে প্রকৃতিকে সম্মান জানানো। আধুনিকতার বে।জালে এখন আদিবাসীদের এই অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাদের কে ধ্বংস করা হচ্ছে। তাদের সংস্কৃতি,ধর্ম,অধিকার,ছলে বলে হরণ করা হচ্ছে। যারা এই আদিবাসী সমাজকে ধ্বংস করছেন তাঁরা নিজেরাও জানেনা যে তাঁরা ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাই প্রকৃতি রক্ষার্থে আদিবাসী অধিকার সংস্কৃতি,কৃষ্টি,ভাষা ও সমাজ বাঁচানোর প্রচেষ্টা চালাতেই হবে আমাদের কে।

অন্যদিকে ক্যানিংয়ের বন্ধুমহলে অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে ও করম উসব পালিত হয়। এদিন আয়োজিত করম উসব উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের আদিবাসীরা উপস্থিত ছিলেন। সারারাত চলে আদিবাসী সমাজের নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

উত্তর ২৪ পরগনা সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের খরিয়াট গ্রামেও পূজাকে কেন্দ্র করে সমস্ত আদিবাসী প্রাকৃতিক মহাজাগরণ মহা পুজোর আগে প্রাণের উচ্ছ্বাস আনন্দের প্লাবন। উদ্যোক্তা সুন্দরবন বিরশা মুণ্ডা আদিবাসী উন্নয়ন সমিতি অশ্বিনী মাহাতো ও কৃষ্ণপদ মাহাতো।এর গান অন্ধকার থেকে নতুন ভোরের আশায় সুন্দর মনের মানুষ কর্ম থেকে কম ধর্ম থেকে ধরম শব্দটি এসেছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্য থেকে। আদিম জনজাতির প্রাচীন উসব করম পূজা। এই দেবতা হলো আদিবাসীদের সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তির প্রতিক। আদিবাসী করম একটি মহা ঔষধ গাছ। আদিবাসীদের কাছে মাদার অফ আর্থ বিশ্বমাতার এই করম গাছকে ঘিরে সারারাত চলে উসব। এই পুজোর ভাবনা আসে ওরাও, বেদিয়া, মুণ্ডা, কোড়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে। সারারাত ধরে সূর্য ওঠার আগে কাশীর সুরে ঢোল মাদলের, করমগান, ঝুমুরগান, তালে করমবন্দনা অভূতপূর্ব উন্মাদনা। চলে জমজমাট মেলা। করম গানের সঙ্গে স্বয়ং সন্দেশখালীর বিধায়ক সুকুমার মাহাতো ও সভাপতি চন্দনা মাহাতো করম গানের সঙ্গে ঢোল ও ছন্দের তালে তালে নাচতে শুরু করলেন।

বৌমার হাতে শাশুড়ি খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পাথরপ্রতিমা ব্লকে দূর্বা চটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম সুরেন্দ্রনগর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মৃতা সরজনি দাসের তিন ছেলে, দুই মেয়ে। স্বামী অনেক দিন আগে গত হয়েছে। ছোট ছেলে শক্তিপদ দাস এর কাছে থাকতো বৃদ্ধা। ছোটছেলের স্ত্রী সুভাষিনী দাস শাশুড়ির উপর দিনের পর দিন অমানুষিক অত্যাচার করত বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। ছোট ছেলে শক্তিপদ দাস হরিনাম সংকীর্তন করার জন্য গতকাল শিলিগুড়িতে গিয়েছিল। সেই সুযোগে ছোট বৌমা শাশুড়িকে গোলায় কাপ। দিয়ে মেরে বৃদ্ধাকে পুকুরে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ। বৃদ্ধাকে পুকুরে ভাসতে দেখে কয়েক শত মানুষ জড়ো হয়ে ছোট বউ মাকে জিজ্ঞাসা করায় চাপে পড়ে শাশুড়িকে মারার কথা স্বীকার করে। স্থানীয় গ্রামের লোকজন বৌমাকে পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশের আধিকারিকের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু গ্রামবাসীর অভিযোগ পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশ হত্যাকারী কে ছেড়ে দেয় জিজ্ঞাসা করায় গ্রামবাসীকে তারা বলেন পিএম রিপোর্টের পরে সব জেনে শুনে তারপরে তাকে গ্রেফতার করা হবে। এই নিয়ে এলাকায় বিশাল উত্তেজনা রয়েছে। আজ মৃত দেহ কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আত্মঘাতী যুবক–যুবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাসনাবাদঃ ফেসবুকে ভিডিও কল করে আত্মঘাতী হল এক একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ও আরও এক স্নাতকস্তরের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। দুটি পৃথক আত্মহত্যার ঘটনায় উত্তাল বসিরহাটের হাসনাবাদ। স্থানীয় সূত্রে যানা যায় প্রেমে প্রত্যাখান হয়ে বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদের রাজনগরের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র আকাশ নায়েক বৃহস্পতিবার রাত্রে তাঁর প্রেমিকার ফোনে প্রথমে একটি ভিডিও কল করে। তার পর সে ভিডিও কলিং অবস্থাতেই প্রথমে বিষ ও তারপর ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে আত্মহত্যা করে। পরে পরিবারের লোকজন তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। অপরদিকে হাসনাবাদ থানার বরুণহাটের বাসিন্দা পিয়ালি মন্ডল বৃহস্পতিবার রাতেই তাঁর প্রেমিককে মোবাইলে ফোন করে গলায় দ।ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়। পিয়ালি হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের মেধাবী ছাত্রী। তাকে টাকী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে।দুটি মৃতদেহকে ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনার জেরে ওই ছাত্র ও ছাত্রীর পরিবার সহ দুটি পৃথক এলাকাতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। একদিকে প্রেমিকার প্রত্যাখান ও অপরদিকে প্রেমিকের প্রত্যাখান, আর এই দুটি ঘটনার জেরে মোবাইল ফোন জ।তি হয়ে দুটি তরতাজা প্রাণের আত্মঘাতী। এই দুটি ঘটনা নিছক আত্মহত্যা কিনা , সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে হাসনাবাদ থানার পুলিশ।

মায়াপুরে রাধাষ্টমী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইসকনের প্রধান কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুর সহ বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র শ্রীমতি রাধারানীর শুভ আবির্ভাব তিথি মহাৎসব (রাধাষ্টমী) যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদা ও রীতিনীতি মেনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাঁকজমকসহকারে পালিত হয় ১৭ সেপ্টেম্বর। মন্দির প্রাঙ্গন ফুল ও আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়। শ্রীমতি রাধারাণী ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে সোমবার মধ্যাহ্নকালে রাভে নামক গ্রামে বৃষভানু রাজার গৃহে কীর্তিদা দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আজ শুভ রাধারানীর আবির্ভাব তিথিতে প্রার্থনা করি, কৃপাপূর্বক জীবজগতের পরমকল্যাণ সাধন করুক।

মহানগরে

প্ল্যান অনুযায়ী ব্যবসা করতে হবে, রাস্তা আটকে নয় : মহানাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্য কলকাতার ক্যানিং স্ট্রিটের ছ'তলা বিশিষ্ট অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত বাগড়ি মার্কেট পরিদর্শনে গত ১৮ সেপ্টেম্বর এলেন কলকাতা পুরসংস্থার বিরোধী বাম পুরপ্রতিনিধিদের একটি দল। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন পুর কাজে দক্ষ ও বরিষ্ঠ কাউন্সিলর পুর বামফ্রন্টের নেত্রী ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিনিধি রত্না রায় মজুমদার। মার্কেটটির ভিতরে প্রবেশে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়ায় পুর বাম পরিদর্শক দল অগত্যা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা মার্কেটটি বাইরে থেকে পরিদর্শন করেন। এদিন দলনেত্রী রত্না রায় মজুমদার ক্যানিং স্ট্রিটের রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের জানান, 'আগুন লাগার ৫০ ঘন্টা পরও অসম্ভব ধোঁয়া মার্কেটকে গ্রাস করে রেখেছে। এই ধোঁয়া নির্বাপণের ব্যবস্থা কলকাতা পুরসংস্থা, কলকাতা পুলিশ এবং অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা দফতরের পক্ষ থেকে অতি দ্রুততার সঙ্গে করতে হবে। তিনি বলেন, কলকাতা পুরসংস্থা, কলকাতা পুলিশ ও অগ্নি নির্বাপণ দফতরকে নিয়ে গড়া 'অ্যাপেক্স কমিটি'র যার ওপর দ্রুততার সঙ্গে আগুন নেভানোর দায়–দায়িত্ব ছিল এবং অগ্নি নির্বাপণের জন্য জলের ব্যবস্থায় লক্ষ্য রাখা। এবং যদি কোনও অনৈতিক বিষয় থেকে থাকে তবে সেটা আগেই পদক্ষেপ নেওয়া।

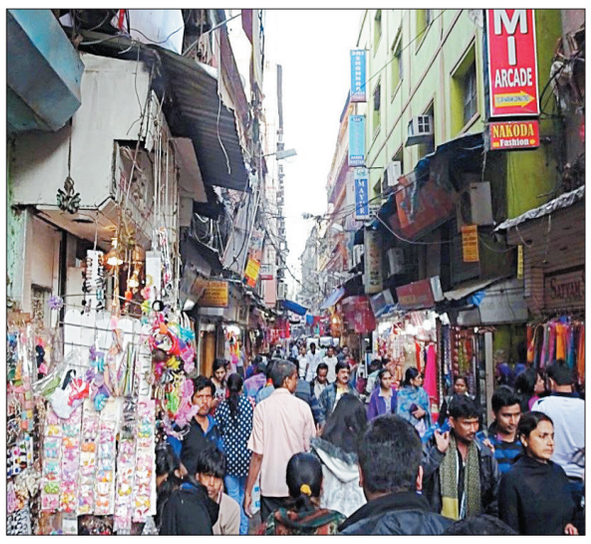

যেহেতু এরকম একটা ঘটনায় এমন ঘিঞ্জি গলি এলাকায় যদি আগুন জ্বলতেই থাকে, তবে মার্কেটের ছ'তলা ভবনের কাঠামোটির অবস্থা খারাপ হবে। যে কোনও সময় বিল্ডিংটি ভেঙে

পড়তে পারে। সুতরাং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা উচিত বলে আমরা বাম পুর প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে মনে করি। এই অগ্নিকাণ্ডের দায়–দায়িত্ব কলকাতার মহানাগরিকও এড়াতে পারে না এবং রাজ্য সরকারও এড়াতে পারে না।' রত্না সাংবাদিকদের বলেন, 'শুনুন এখন তো এই সমালোচনা করার সময় নয়। এখন সমস্ত রকম দ্রুততার সঙ্গে জরুরি পরিস্থিতিতে এই বাড়ির অভ্যন্তরের ধোঁয়ার মোকাবিলা করা দরকার এবং ব্যবসায়ীরা যাতে আর কোনও কষ্টের মধ্যে না পড়ে তা নিরাময়ের জন্য পুর বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে তাদের দুঃখের সঙ্গে, তাদের বেদনার সঙ্গে আমরা সহমর্মিতা নিয়ে তাদের বেদনার সঙ্গে একাত্ম হতে এসেছি। আগুন যাতে দ্রুততার সঙ্গে নেভে তার ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলছি।

অন্যদিকে, এই বাগড়ি মার্কেট সম্পর্কে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'দোকানের সামনের যে করিডর আছে, হাঁটা–চলার পথ আছে সেখানে 'ডিসপ্লে' করা হয়েছে, মালপত্র ঠেসে রাখা হয়েছে, হাঁটার পথ নেই। সেই সমস্ত জিনিস আগে সরিয়ে ফেলতে হবে। খালি করে ফেলতে হবে। কলকাতা পুরসংস্থার, কলকাতা পুলিশ, দমকল এই তিনজনের পক্ষ থেকে এটা 'সিরিয়াসলি ইমপ্লিমেন্ট' করা একান্ত প্রয়োজন। দোকানের শাটারের সামনে এদিকে চার ফুট ওদিকে চারফুটের একটি কাউন্টার তৈরি করা হয়েছে। সেগুলি খুলে ফেলতে হবে। যেখান দিয়ে একটা গাড়ি পর্যন্ত ঢুকে যেতে পারতো, সেখানে 'অবস্ট্রাকশন' সৃষ্টি হচ্ছে ওই কাউন্টারের জন্য। স্পেসগুলি প্রপারলি থাকুক, এটা দমকল দফতর থেকে চাওয়া হচ্ছে। 'বিল্ডিং প্ল্যান' অনুযায়ী ব্যবসায়ীকে ব্যবসা করতে হবে। প্ল্যানে নেই এমন জায়গায় মাল ফেলা যাবে না। মাল রাখা যাবে না। ব্যবসাও করা যাবে না। যাতে স্পেসে অন্তরায় না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

পেট্রলে মিশছে সবজি : মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ভারতীয় অর্থনীতির এগিয়ে চলা শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন ব্যবসায়িক বিষয়ের ওপর আলোচনা

করা হয়। এমনই এক আলোচনার উদ্বোধনী ভাষণ দেন এমসিসিআই–এর সভাপতি রমেশ আগরওয়াল। বক্তব্য রাখেন, কেপিএমজি–র, পার্টনার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, আন্তর্জাতিক মানিটরি ফান্ডের ভারত, নেপাল এবং ভুটানের সিনিয়র রেসিডেন্ট প্রতিনিধি অ্যানড্রিজ ডব্লু বৈয়ূর ও অন্যান্যরা। এবং প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, স্বাধীনতার পরে আমরা কিছুই বানাতে পারতাম না কিন্তু এখন আমরা অনেকটাই এগিয়েছি। তিনি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করে বলেন, শুধু বিজ্ঞাপনই হচ্ছে কাজের কাজ নয়। তিনি উসকে দেন নোটবন্দি সহ অন্যান্য বিভিন্ন পদক্ষেপ যা মানুষকে অসুবিধায় ফেলেছে। তিনি এই মর্মে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির উদাহরণ দিয়ে বলেন তিনি যা করতেন তা খুবই ধীরে করতেন। সকলের জন্য করতেন। যাতে কেউ না পিছিয়ে পড়ে। তিনি বলেন পেট্রোলের সঙ্গে সবজি মেশানো হচ্ছে মানুষ পেট্রলের জন্য টাকা দেয়। সবজির জন্য নয়। তিনি আরও বলেন এ বিষয়ে বহু অভিযোগ পড়েছে তাই পেট্রোলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যৌথভাবে মন্ত্রককে চিঠি দেওয়া হয়েছে যাতে বলা হয়েছে প্রত্যেক পেট্রোল পাম্পে কত শতাংশ পেট্রোল এবং কত শতাংশ অন্যান্য জিনিস তাতে মেশানো রয়েছে সে বিষয়ে ক্রেতাদের জানানো কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এখনও তার উত্তর আসেনি। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই বলেও তিনি ক্ষোভ উগরে দেন।

আর এক আলোচনার বিষয় ছিল ব্যবসার জন্য পরিকাঠামো কতটা সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে তা নিয়ে আলোচকরা বলেন আগে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অতি ক্ষীণ দিনে মাত্র ৩ থেকে ৪ কিলোমিটার পথ যেতে পারত কিন্তু স্বর্ণ চতুর্ভূজ–এর পর সেই পথ ২৭ কিলোমিটার যেতে পারে একদিনে। তবে তারা এও বলেন, পিপিটি মডেল আংশিক ফল দিচ্ছে। এবং যত দিন যাচ্ছে তাতে ইঞ্জিনিয়ার কমে যাচ্ছে। যা সত্যি সত্যি কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের মতো কোম্পানিকেও ভাবাচ্ছে। তবে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডে প্রায় ৩৩ হাজার কোটি টাকার অত্যাধুনিক পরিকাঠামো ব্যবস্থা হয়েছে যাতে করে চাকরির সুযোগ সুবিধা সহ সব কিছুই উন্নতি হচ্ছে। এ বিষয়ে বলেন, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের প্রোজেক্ট মনিটরিং ডিভিশনের জেনারেল ম্যানেজার এম কে সিং।

এবার ২৫,০০০

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বন্ধু এক আশা তাদের কর্মকাণ্ড বিস্তার করে চলেছে। বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে নিয়ে নেমে পড়েছে সামাজিক কাজকর্মের মাধ্যমে সমাজকে তুলে ধরতে। আগের বছর তারা ১৫ হাজার নতুন জামা কাপড় দিয়েছিল এবং প্রত্যন্ত গ্রামের শিশুদের। এবছর তারা প্রতিজ্ঞা নিয়েছে ২৫,০০০ শিশুর পাশে দাঁড়াবে। ১৯ সেপ্টেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে কিছু কিছু শিশুদের হাতে নতুন জামাকাপড় তুলে দিতে হাজির ছিলেন অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী হালদার, গায়ক সুরজিৎ, সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা সুদীপ্ত রায়চৌধুরী, সভাপতি প্রীতম সরকার সহ অন্যান্যরা। এদিন থেকেই শুরু হল শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোর।

শিক্ষাঙ্গণের অবদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেরালার বন্যায় সবক্ষেত্রের মানুষই ত্রাণ সাহায্য করেছেন। কলকাতার বিভিন্ন সংগঠন তো বটেই সারা দেশেরও সংগঠন। তেমনই পশ্চিমবঙ্গের সেন্ট জেভিয়ার্স পাবলিক স্কুল (বাঁশদ্রোণী), বেলুড় জনতা হাইস্কুল (হাওড়া) ও আদর্শ হিন্দি বিদ্যালয় হাইস্কুল (আলিপুর) এই তিনটি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরাও ত্রাণ তুলে কেরালায় বন্যা দুর্গতদের সাহায্যার্থে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এইসব ছাত্রছাত্রীদের এহেন প্রচেষ্টা সকলকে আরও উৎসাহ দেবে সমাজের জন্য কিছু করার। শিক্ষক ভি কে শর্মা, বি কে দাস, বরুণ কুমার রাম সহ অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের ও শিক্ষকদের কুর্নিশ।

পশ্চিমবঙ্গ নেহেরু যুবকেন্দ্র আয়োজিত কাশ্মীরি যুবদের নিয়ে এক আদান প্রদান অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ১৮ সেপ্টেম্বর যা চলবে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে থাকবে কলকাতার বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন সহ আলোচনায়। ১৮ এবং ২২ বছরের প্রায় ১৩২ জন যুব অংশগ্রহণ করে এই আদান প্রদান অনুষ্ঠানে। যারা এসেছে অনন্ত নগর, কুপওয়ারা, বারাবুল্লা, গুরগাঁও, শ্রীনগর এবং পুলওয়ামা থেকে। এই অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক সমন্বয় এবং শান্তি রক্ষা নিয়ে যুবদেরকে বোঝানো এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তারা । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিআইবি–র কলকাতার অ্যাডিশন্যাল ডিরেক্টর জেনারেল জেএন নামচু এবং নেহেরু যুব রাজ্য নির্দেশক নবীন কুমার নায়েক। **ছবি : উৎপল রায়**

শিশু বিচারালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিশুদের জন্য পশ্চিমবঙ্গে প্রথম শিশুবান্ধব কোর্টের উদ্বোধন হল ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় বিচার ভবনে। এর সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং কাটরাতেও উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ইন্দিরা ব্যানার্জি, পশ্চিমবঙ্গের আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশি পাঁজা সহ অন্যান্যরা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই কাজে সাহায্য করেছে ইউনিসেফ।

শুক্রবার, ২১ সেপ্টেম্বর কসবার নিউবালিগঞ্জ ব্যায়াম সমিতি ক্লাবের খুঁটি পুজো উপলক্ষ্যে ক্লাব প্রাঙ্গণে হাজির ছিলেন স্থানীয় পুরপিতা তথা পুজো কমিটির চেয়ারম্যান বিজনলাল মুখোপাধ্যায়, পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট তীর্থঙ্কর চক্রবর্তী, ক্লাব সম্পাদক রূপম জানা, ক্লাবের সহসম্পাদক সুবিমল সরকার ও অন্যান্য বিশিষ্টরা।

জেলার খবর

বিজেপির জেলা সভাপতি রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ পাখির চোখ আগামী ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন। আর সেই লক্ষ্য স্থির করে আগামী দিনে দলের সাংগঠনিক কাজকর্মকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব জেলার সভাপতি বদলের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য বিজেপি। প্রাক্তন সভাপতি ত্রিদিব মণ্ডলের

জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সুনীপ দাস। শনিবারই রাজ্য বিজেপির সদর দফতর থেকে এই ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন পদে দায়িত্ব পেয়ে দলের সংগঠনকে আরও মজবুত করার বার্তা দিয়েছেন সুনীপ বাবু।

গত দু বছরেরও বেশি সময় ধরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব জেলার সাংগঠনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ত্রিদিব মণ্ডল। ত্রিদিব বাবুর নেতৃত্বেই গত বিধানসভা নির্বাচন ও সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই করে বিজেপি। ত্রিদিববাবু জেলার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও সংগঠনের সমস্ত দিকে নজর দিতেন জেলার সাধারণ সম্পাদক সুনীপ দাস। দলীয় কর্মীদের বিপদে পাশে দাঁড়ানো থেকে শুরু করে জেলার প্রত্যন্ত প্রান্তে কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করা, প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রক্ষার বিষয়টি সুনীপবাবুই দেখতেন। আর সেই কারণে আগামী ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই দলের শক্তি আরও বৃদ্ধির জন্য সুনীপ দাসের উপরের ভরসা রেখেছে রাজ্য বিজেপি। তরুণ তরতাজা এই যুবকের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার উপরে আস্থা রেখে আগামী লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব জেলার দুটি লোকসভা আসনে জয়লাভ করতে চায় দল। বিজেপি সুত্রের খবর ত্রিদিব মণ্ডলের বয়স বেশি, লোকসভা ভোটের ধকল তিনি নিতে পারবেন না। সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব জেলার সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর সুনীপবাবু একান্ত সাক্ষাকারে জানিয়েছেন, গত আড়াই বছরের বেশি সময় ধরে আমি জেলার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছি। দল মনে করেছে আমাকে সভাপতির দায়িত্ব দিলে আমি আরও ভালো ভাবে সংগঠনের কাজ করতে পারবো। আমার লক্ষ্য আগামী লোকসভা নির্বাচনে আমাদের জেলায় যে দুটি কেন্দ্র আছে সেখানে থেকে বিজেপির প্রার্থীকে জিতিয়ে আনা ও দলের সংগঠনকে আরও মজবুত ও শক্তিশালী করা।

সম্পন্ন হল সবকটি পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন হল গত ১৪ সেপ্টেম্বর। আগেরদিন বজবজ–১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও বজবজ–২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক শ্রীমন্ত বৈদ্যের নেতৃত্বে বিবিআইটি ক্যাম্পাসে একটি জরুরি সভা হয়। সেখানেই দলীয় ভাবে প্রধান ও উপপ্রধানের নাম চূড়ান্ত হয়। বোর্ড গঠন নিয়ে কোথাও কোনও গণ্ডগোল হয়নি। বজবজ–২ নম্বর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি বুচান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সর্বসম্মতি ভাবে ৬টি পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন হয়েছে। দলীয় সূত্রের খবর কামরা অঞ্চলের প্রধান হচ্ছেন তাপস সামন্ত, উপপ্রধান কাজল সেনাপতি। কাশীপুর আলমপুর অঞ্চলে প্রধান সাহারা বিবি,উপপ্রধান সাগর দোলুই। ডি–রায়পুর অঞ্চলে প্রধান অনিল মণ্ডল, উপপ্রধান শেখ সাবির। গজা পোয়ালী অঞ্চলে প্রধান মৌসুমী বিবি উপপ্রধান ওহাব মোল্লা। রানিয়া অঞ্চলে প্রধান পার্বতী কুলে, উপপ্রধান তপন মাঝি। বুড়ুল অঞ্চলে প্রধান আদিত্য

ঘোষ, উপপ্রধান মৌসুমী হাতি।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ব্লকের জন্য পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন হল। সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হলেন অনিমা জিন্নাত, উপপ্রধান মলয় সাঁতরা। চকমানিকের প্রধান রঞ্জিতা সরদার, উপপ্রধান সজল মাইতি, নস্করপুরের প্রধান আলোমোরা বিবি, উপপ্রধান তড়িৎ মণ্ডল, সাউথ বাওয়ালির প্রধান আরতি রায়, উপপ্রধান কানাই সাঁতরা, নর্থ বাওয়ালির প্রধান রূপালী দাস, উপপ্রধান মুজিবর রহমান শা। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর বজবজ–২ নস্কর পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন হবে।

সুন্দরবনে সাফাই অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রনালয় ও সুন্দরবনের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে সুন্দরবনের সিংহদূয়ার বাসন্তীর কুলতলি বাজারে সাফাই অভিযানের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছতাই সেবা সচেতনতা অনুষ্ঠান শুরু হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্নস্তরের কয়েকশত মানুষ এই অভিযানে অংশ নেন। এদিন সাফাই অভিযানের পরেই বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী সুন্দরবন ও ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট সর্ম্পকিত ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হল পর্যটন বিভাগের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে। এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় পর্যটন দফতরের সহঅধিকর্তা সিদ্ধার্থ রঞ্জন চৌধুরী। তিনি বলেন, গত ১৫ ই সেপ্টেম্বর আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছতাই সেবা কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন এবং সমগ্র দেশ সহ পশ্চিমবঙ্গে ও ২ রা অক্টোবর পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। এদিন অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপিকা সোহিনী বসু মুখোপাধ্যায়,সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের প্রাক্তন সদস্য

তথা কুলতলি মিলনতীর্থ সোসাইটির কর্ণধার লোকমান মোল্লা,অরিন্দম আচার্য, প্রণব গুহ সহ বিশিষ্টরা।

এরপর বিকালে স্বচ্ছতাই সেবা সচেতনতা কে সামনে রেখেই সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ও ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রক্ষার আবেদন করেন। পর্যটন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে স্বচ্ছতাই সেবা ড্রাইভ ইন ট্যুরিস্ট স্পট অফ সুন্দরবন শীর্ষক কর্মসূচিরও সূচনা হয়।

দিঘীরপাড় পঞ্চায়েত নিজেদের দখলে রাখল যুবতৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে শাসক দলের অভ্যন্তরে গোষ্ঠী কোন্দলের খবর বারে বারে উঠে এসেছে সংবাদের শিরোনামে। কিন্তু সেই জায়গায় একেবারে উলটপুরাণ দেখা গেলো দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার অন্তর্গত মাতলা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনে। গোষ্ঠী কোন্দল তো দুরস্থান, এখানে প্রধান ও উপপ্রধান গঠনের জন্য ও ভোট গ্রহণ করতে হয়নি ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কর্মীদের। এক বাক্যেই এই পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হন উত্তম দাস ও উপপ্রধান নির্বাচিত হন সনাতন হালদার। সরকারী নিয়ম মেনেই এদিন প্রধান, উপপ্রধান সহ সকল জয়ী সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন পঞ্চায়েত ভবনে। আগামী দিনগুলি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি ও আদর্শকে পাথেয় করে পথ চলার অঙ্গীকার করেন এই ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্যরাই।

এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ১৪ টি আসনের মধ্যে ১৪টি আসনে বিনা প্রতিদন্দ্বিতায় জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। গত পাঁচ বছর ধরে এই এলাকার প্রধান উত্তম দাসের নেতৃত্বে এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। এবারও উত্তম বাবুর নেতৃত্বেই এই পঞ্চায়েতে আগামী দিনে আরো বেশি করে উন্নয়নের বার্তা পৌঁছিয়ে দিতে তৎপর নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যরা।এদিন এই পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করতে কোনও ভোটাভুটি করতে হয়নি। সর্ব সম্মতি ক্রমেই

এই পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত হন। রাজ্য জুড়ে যখন এক একটি পঞ্চায়েতের দখল নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দলে অশান্তি লেগেই রয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে এই মাতলা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্যরাই অনন্য নজির সৃষ্টি করলেন। অন্য দিকে টান টান উত্তেজনার মধ্যে ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করলো যুবতৃণমুল কংগ্রেস।

নিরাপত্তার ব্যাপারে আগাম সতর্কতা অবলম্বন করে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের দিন মঙ্গলবার সকাল ছটা থেকে ১৪৪ ধারা জারি ছিল দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা।

এই পঞ্চায়েতে মোট আসন ২৪ টি,শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দলে জর্জরিত দিঘীরপা। গ্রাম পঞ্চায়েত কার দখলে থাকবে সেই নিয়ে শুরু হয় চাপানউতোর।এই গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে ২৪টি আসনের মধ্যে তৃণমূলকংগ্রেস পায় ২১ এবং কংগ্রেস পায় তিনটি আসন।পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর জাতীয় কংগ্রেসের অর্ণব রায় তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় তিন সদস্যও তৃণমূলেই যোগ দেন। এবরপই শুরু হয় রাজনৈতিক দাবা খেলা,অস্থিরতা সৃষ্টি হয় তৃণমূলের অন্দরে। শুরু হয় গোষ্ঠী কোন্দল,এবং একে অপরের কাদা ছো৷ছু৷৷ি দিঘীরপা। গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা কার হাতে থাকবে সেই নিয়েই তৃণমূলের অন্দরে শুরু হয় গোষ্ঠী কোন্দল।

মঙ্গলবার ব্যাপক নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে এই পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন হলে ২৪ জন সদস্যের মধ্যে একজন অনুপস্থিত ছিলেন এবং ২৩জন সদস্যের মধ্যে ১৬ জন সদস্যের সমর্থন পেয়ে বোর্ড গঠন করলো যুবতৃণমূল কংগ্রেস। প্রধান নির্বাচিত হন অন্নপূর্ণা কুন্ডু এবং উপপ্রধান নির্বাচিত হন মুকেশ মন্ডল। এবিষয়ে ক্যানিং ১নং পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি পরেশ রাম দাস বলেন বেশ কিছু লোক অস্থিরতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে উত্তপ্ত করতে চাইছে ক্যানিংয়ে,কিন্তু ক্যানিংয়ের মানুষজন সচেতন হওয়ায় তাঁরা শান্তিতে বসবাস করতে চায় তার জন্য অশুভ শক্তিকে প্রতিরোধ করে অমাদের কে পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মাঙ্গলিকী

দেড়শো বছরের দাঁইহাটে প্রথমবার কবিতার মেগা অনুষ্ঠানে মাতোয়ারা শহরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়াঃ শুধুমাত্র কবিতাকে কেন্দ্র করে টানা আট ঘন্টার জমজমাট মেগা অনুষ্ঠান! এনিয়ে অনেকেরই মনে আদিখ্যেতার প্রশ্ন উঁকিঝুকি মারলেও এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় দাঁইহাটের মতো গ্রামরূপী আধা শহরের বুকে কবিতাকেন্দ্রীক অনুষ্ঠানের আয়োজন করাটা এককথায় কঠিনই শুধু নয় দুঃসাহসও বটে। অথচ সেই অসাধ্য সাধন করলেন নানাভাবে বঞ্চনার শিকার এই শহরেরই সংস্কৃতিপ্রেমী এক বাসিন্দা প্রদীপ্ত রায়। বছর আটচল্লিশ বয়সি প্রদীপ্তবাবুর সংস্থা বাচিক শিল্প–এর হাত ধরে ১৬ সেপ্টেম্বর দাঁইহাট টাউন হলে আয়োজিত হল কবিতাকে কেন্দ্র করে একটি জমজমাট অনুষ্ঠান। কথায় কবিতায় মালা গাঁথা এক সন্ধ্যা শীর্ষক এই অনুষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি করার জন্য উপস্থিত ছিলেন বাংলার প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী তথা গল্পপাঠক ও সংবাদপাঠক এবং অভিনেতা সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সঞ্চালিকা ও বাচিক শিল্পী মুনমুন মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী তথা আবৃত্তি শিল্পী সংস্থার সম্পাদক জয়ন্ত ঘোষ, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী পাপিয়া বর্মণ প্রমুখ। বিকেল থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত শত শত শহরবাসীর উপস্থিতিতে বিশিষ্ট শিল্পীদের পাশাপাশি আমন্ত্রিত সংস্থা কথা কবিতা' কাটোয়া সহ বিভিন্ন বয়সীদের পরিবেশনায় একক আবৃত্তি, দ্বৈত আবৃত্তি, সমবেত আবৃত্তি, কবিতা কোলাজ, নৃত্যাবৃত্তি, শ্রুতি নাটক, গল্পপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হল।

পূর্ব বর্ধমানের ভাগীরথী নদী তীরবর্তী সীমান্তবর্তী প্রাচীন পুরশহর দাঁইহাটের বয়স দেড়শো বছর। শহরের আনাচকানাচে এখনও ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র ইতিহাস। মারাঠা দস্যু ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, বর্ধমান মহারাজার কীর্তি সমাজবাটি, প্রাচীন ঘাট, টেরাকোটার মন্দির, নানাবিধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। শহরের বুকে যেখানে সেখানে অবহেলায় অনাদরে পড়ে থেকে এই সব নিদর্শন বর্তমান প্রজন্মকে জানান দিচ্ছে ইতিহাসের নানান দিক। একদা এই শহর ছিল কাঁসা–পিতল, প্রস্তর ও দারুশিল্প সহ সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম পীঠস্থান। সংগীত, নাটক, যাত্রাপালা প্রভৃতির নিয়মিত চর্চা হত। এজন্য শহরজুড়ে একাধিক নাট্য মঞ্চ গড়ে তোলা হয়েছিল।

কিন্তু কালের গতিকে সংস্কৃতিচর্চাতেও ভাটার টান। এখন নোংরা রাজনৈতিক বেড়াজালের মধ্যে পড়ে ঐতিহ্যবাহী দাঁইহাটের হাঁসফাঁস অবস্থা। দীর্ঘদিন ধরে টাউন হলের কোনও সংস্কার না হওয়ায় বাস্তবিকই জরাজীর্ণ পরিস্থিতি। ফলে টাউনহলে সুস্থ সংস্কৃতির অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের সাতবার ভাবতে হয়। অবশ্য এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত দাঁইহাটের পুরচেয়ারম্যান শিশির মণ্ডল, ভাইসচেয়ারম্যান প্রদীপকুমার রায় শীঘ্রই টাউনহল সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক তথা গবেষক ডঃ তুষার পণ্ডিত তাঁর বক্তব্যে দাঁইহাটের প্রতি নানাভাবে বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের আয়োজক প্রদীপ্ত রায় বলেন, শুধুমাত্র কবিতা ও আবৃত্তিকে কেন্দ্র করে এই শহরের বুকে অনুষ্ঠানের আয়োজন করাটা একটা রীতিমতো চ্যালেঞ্জ। একেতো ভালো প্রেক্ষাগৃহের অভাব তার ওপর এখনও কবিতাচর্চা নিয়ে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে আগ্রহের যথেষ্ট ঘাটতি আছে। তবে, দাঁইহাটে এই প্রথম কবিতা ও আবৃত্তি নিয়ে এত ব। অনুষ্ঠানের আয়োজনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যে যথেষ্ট সাড়া পড়েছিল তা প্রেক্ষাগৃহে শ্রোতা ও দর্শকদের উপস্থিতি প্রমাণ করে দেয়। আমরা তাঁদের সহযোগিতায় অভিভূত ও আপ্লুত।

পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠানে ওড়িশার জাতীয় কবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১১ সেপ্টেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে 'শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসভার ১২৫ বছর : স্বামী বিবেকানন্দ' বই প্রকাশ হল। লেখক–কলকাতার প্রাক্তন শেরিফ ডাঃ স্বপন কুমার ঘোষ। প্রকাশক পাণ্ডুলিপি। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল খেতুড়ীর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ

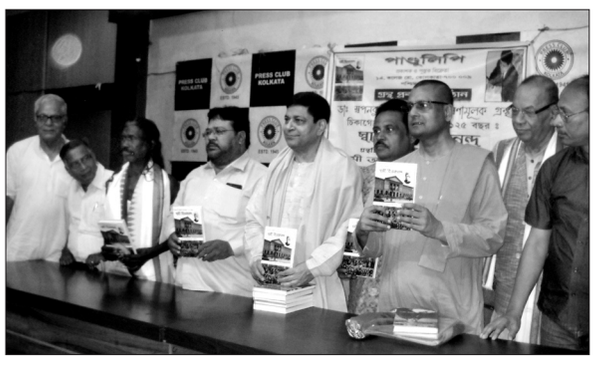

স্মৃতি মন্দিরের বর্তমান সম্পাদক স্বামী আত্মনিষ্ঠানন্দজী মহারাজ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার বর্তমান শেরিফ ডাঃ সঞ্জয় চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি ছিলেন আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ মহাশয়। রামকৃষ্ণ মিশন পরিমণ্ডলে গণেশ ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ পরিচয় হল যে তিনি একটি ঐতিহাসিক ভুল সংশোধন করে দেন। তাঁর গবেষণার পূর্বে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রকাশিত সমস্ত বইয়ে উল্লেখ ছিল যে স্বামীজি বিশ্বজয় করে মাদ্রাজ থেকে জাহাজে করে খিদিরপুরে নেমেছিল। শ্রী ঘোষের গবেষণায় প্রমাণ হয় যে স্বামীজি বজবজে নেমে ট্রেনে করে কলকাতায় যান। গণেশ ঘোষের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বজবজ পুরসভার কাউন্সিলর দীপক ঘোষ মহাশয়। অনুষ্ঠানের চমকপ্রদ আকর্ষণ ছিল ওড়িশার তৃতীয় কবি পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত হলধর নাথ। যাঁর প্রথাগত বিদ্যা তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত। কিন্তু তিনি ২২টি মহাকাব্য লিখেছেন সম্বলপুরী ভাষায়। তিনি এসেছিলেন বিশ্বভারতীতে লোকসংস্কৃতির উপর লেকচার দিতে। তিনি খালিগায়ে খালি পায়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। ওই পোষাকেই রাষ্ট্রপতি ভবনে পুরস্কার নিতে গিয়েছিলেন। তিনি সম্বলপুরী ভাষায় স্বামীজির উপর সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। হলের সকলেই মুখরিত করতালিতে কবিকে স্বাগত জানায়।

কৃষ্ণচূড়া পত্রিকার পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮,দক্ষিণ কলকাতার নেতাজিনগরে কৃষ্ণচূড়া ষান্মাসিক পত্রিকার শারদ সংখ্যার উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়ে গেল পত্রিকা সম্পাদক সুজিত দেবনাথের বাড়িতে । পত্রিকাটি পাঁচ বছর অতিক্রম করল । সুজিত বাবুর বাড়ির ছাদে আয়োজিত এই আন্তরিক অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার সূচনা করলেন জয় ভট্টাচার্য এবং অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধে সেই দায়িত্ব সামলালেন পত্রিকার সহ সম্পাদিকা শেফালী সরকার । উদ্বোধনী সঙ্গীত ও তার সঙ্গে আরও কয়েকটি গান পরিবেশন করলেন সাঁঝবাতি সঙ্গীত গোষ্ঠীর প্রমীলা শিল্পীবৃন্দ । অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে ছিল গুণীজন সম্বর্ধনা । এবছর বিশেষ সম্মাননা পেলেন তারুণ্য পত্রিকার সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল । সংক্ষিপ্ত ভাষণে শ্রী মণ্ডল কৃষ্ণচূড়া পত্রিকার শ্রী–বৃদ্ধি কামনা করলেন । এর পর উদ্বোধন হল কৃষ্ণচূড়া পত্রিকার পঞ্চম বর্ষের শারদ সংখ্যা । চমৎকার রুচিসম্মত প্রচ্ছদ শোভিত পত্রিকা তুলে ধরলেন প্রবীর জানা, সুকুমার মণ্ডল, সন্তোষ কুমার সরকার ও সম্পাদক সুজিত দেবনাথ ।

স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করলেন আরতি দে, পরিমল কর্মকার, জয়ন্ত দত্ত, পাপিয়া দে দাস, কৌশিক শীল, তপন রায় চৌধুরী, সুবল চন্দ্র দত্ত, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার,শেফালী সরকার, কামাখ্যা রঞ্জন দাস, কানাই লাল সাহু, তারাশংকর দত্ত, স্বপন দাস, শাশ্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় পাল, বিজন চন্দ, বিভা ভৌমিক, গৌতম পলমল প্রমুখ ।

এই সন্ধ্যায় আসর গানে গানে সুরভিত হয়ে উঠেছিল । প্রবীণ শিল্পী শ্যামল বিশ্বাস, মালা চন্দ, তড়িত সাহা, কুহেলী মাইতি, গণেশ সরকার, স্বপ্না নন্দী, পিউ মুখার্জী (লোকগীতি), স্বপ্না নন্দী (লোকগীতি) ও আরও কয়েকজন শিল্পী আগমনী, আধুনিক, রবীন্দ্র সঙ্গীত তথা লোক সঙ্গীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠানটিকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিলেন । প্রায় ৪৫ জন শিল্পী / সাহিত্যিক হাজির ছিলেন এই অনুষ্ঠানে ।

কৃষ্ণচূড়া পত্রিকার সহ সভাপতি সন্তোষ কুমার সরকার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও কবিতা পাঠ করলেন । সভাপতি প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক প্রবীর জানা সকলকে ধন্যবাদ জানালেন কথায়, ছড়ায় । অনুষ্ঠানের সিংহভাগের ভিডিও রেকর্ডিং করলেন নরেশ জৈন । উনি এও জানালেন, প্রত্যের কবি / শিল্পীর অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ ভাবে ইউ–টিউব ও হোয়াট্স্ অ্যাপ–এর বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। উদ্দেশ্য, এ ধরণের সাহিত্য অনুষ্ঠানগুলির প্রচার আরও নিবিড় ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া।

১৮ সেপ্টেম্বর শহরে এক বই বিপনীতে উদ্বোধন হল সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত নবীন ও প্রবীণ লেখকদের কবিতা নিয়ে পত্রভারতীর আবৃত্তির কবিতা নামে এক বই। উদ্বোধন করেন দেবজ্যোতি বসু, সুবোধ সরকার, শ্রীজাত, শঙ্কর চক্রবর্তী ও অন্যান্য।

চেতলা আসরের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিশু কিশোর কল্যাণ প্রতিষ্ঠান সব পেয়েছি আসরের শাখা চেতলা আসরের ৬২তম বার্ষিক শিশু উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় চেতলার অহীন্দ্র মঞ্চে। কিশোর কিশোরীরা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও এদিন নানান বিশিষ্টজনেদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। এছাড়াও পুরস্করা বিতরণীও করা হবে। নৃত্যলেখ্য মেঘা সভ্য সভ্যারা মঞ্চস্থ করবেন। এছাড়াও শিশু, কিশোর, কিশোরী ভাইবোনেরা বিধাতাপুরুষ নাটক মঞ্চস্থ করবে। ১৯৫৭ সালে ২৩শে জানুয়ারি স্থাপিত শিশু কিশোর কল্যাণের জন্য চেতলা আসর এখনও নিজের ধারা বজায় রেখে কাজ করে চলেছে। এই অনুষ্ঠানে সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানায় সদস্যরা।

প্লাবন পত্রিকার বর্ষা সংখ্যার প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৭ই সেপ্টেম্বর ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চের মাসিক সাহিত্যসভায় বিরাটি থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'প্লাবন'–এর বর্ষা সংখ্যার প্রকাশ ঘটল অতি উষ্ণ পরিবেশে। পত্রিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন ত্রিসপ্তকের কর্ণধার ঋষিণ মিত্র; সাথে রইলেন বরিষ্ঠ গল্পকার সুজিত দাস, কবি অসীম চৌধুরী, পত্রিকার সম্পাদক প্রবন্ধক স্বপন দত্ত প্রমুখ। এরপর পত্রিকারটির বিষয়ে কিছু বক্তব্য রাখেন ঋষিণ মিত্র। আলিপুর বার্তার বরিষ্ঠ সাংবাদিক 'প্লাবন'–এর ৩টি বিশেষ দিকের কথা বলেন– পত্রিকাটিতে নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে অতি তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে প্রবাসী বাঙালি কবি, লেখকদের বহু লেখা থাকে। এই সাথে বহু অনুদিত কবিতা, গল্প প্রভৃতি থাকে। এই তিনটি বিশেষত্বের জন্যে 'প্লাবন'–কে আলাদা ভাবে চিনে নেওয়া যায়। সম্পাদক স্বপন দত্ত পত্রিকার 'শুরু হবার কথা শোনান' এদিনও আসর জমে ওঠে বিবিধ কবিতা, গল্প পাঠে, ভাষণে ও সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে।

'প্লাবন' পত্রিকা গোষ্ঠীর তরফে এদিন আসরে ছিল চা সহ কিছু জলযোগের ব্যবস্থা আর কি চাই?

'প্লাবন'–এর বিষয়ে জানতে সম্পাদক স্বপন দত্তর সাথে কথা বলুন : 9804816490

উপরোক্ত সাহিত্য সভার বিষয়ে জানতে ঋষিণ মিত্রর সাথে কথা বলুন : 9831018099

অনুপদী
অনন্ত ভট্টাচার্য

কালকে ছিলাম অনেক ভালো
আজকে দেখি ভিন্ন –
বোধের মধ্যে ভালই খুঁজি, আগামী দিনের জন্য।
যতই এগোই ততই কালো, ভালো পাওয়াই দুষ্কর
কালকে যারা ছিল ভালো, আজকে দেখি তস্কর।
জ্ঞান–পিপাসা লেখাপড়া, – আগের চেয়ে ভিন্ন
কিন্তু তাতে অগ্রগতির একটুও নেই চিহ্ন।
মানুষ এগোয়, সমাজ এগোয়, শ্রী বৃদ্ধি হয় তাতে
কিন্তু দেখি মনুষ্যত্ব–মূল্যবোধ, কমছেই অনুপাতে।
নারীর মোহ উত্তরোত্তর বাড়ছে দিনে দিনে –
গুরুশিষ্যার মধ্যে তফাত – পাল্টেছে ধর্ষণে।
সত্য–ত্রেতা–দ্বাপর–কলির – চার যুগেরই চিত্র
হেথায় এখন বিরাজ করে, দেখেছি দিবারাত্র।
বুদ্ধিজীবীর পাল্লাভারী, দেখি দূরদর্শনে
সাক্ষাতকার প্রতিদিনই – রাতে এবং দিনে।
এদেশ ওদেশ বেড়ান ঘুরে, সরকারী আনুকূল্যে
পেতেই হবে উপাধি সব, যে কোন রকম মূল্যে ।
জীবনানন্দ – বিভূতিভূষণ – সুকান্ত – নজরুল
অভাব ছিল নিত্য সঙ্গী মৃত্যু সমতুল।
হারিয়ে গেছে সুবর্ণ যুগ – অসবে না কক্ষনো –
বর্তমানে–অবক্ষয়ের তুলনা নেই কোন।

(মাথুর, দঃ ২৪ পরগনা)

কল্পনা
বিক্রমজিত ঘোষ

কত কল্পনা উঁকি দেয় মনের মাঝে
বুকফাটা কত হাহাকার আর চিৎকার
চাপা পড়ে থাকে ....
যেন একটা পাথর আছে মনের ওপর
তলায় আছে কিছু জীবাশ্ম
আর কিছু লতাপাতা, যা মনের আর্তনাদকে
স্বতঃস্ফূর্ত হতে দেয় না।
কল্পনার আঁকিবুঁকি
মনেতেই রয়ে যায় –
আর থাকে অজানা অলৌকিক কিছু ধাঁধাঁ ।

(রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া)

শেষ প্রান্তে
ভীম ঘোষ

পিছন থেকে ছুটে আসছে অন্ধকার
কিশোরীর নীল চোখে।
হলুদ গুঁড়োর মত ঝরে পড়ছে ইচ্ছে।
ক্রমে অধিকার বাড়ছে
পাশাপাশি মিশে থাকা দৃশ্যে।
ওখানে কারা মিশছে, ভুল হচ্ছে জেনেও
ভূতুড়ে হাত দুটি এমনি নিংড়াচ্ছে রঙ।
জীবিত অথবা মৃত কোনো অবস্থায়,
মানছে না, রাক্ষস মুখে।
ডিঙিতে শেষ প্রান্তে, পড়ে থাকতে হাড় ।

(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগনা)

লজ্জা
সন্ধ্যা ধাড়া

এদেশের কোয়েল দোয়েল কোকিলের –
ডাক রূপ কত সুন্দর
কিন্তু যারা করে পক্ষীমেলা
তারা কেড়ে নেয় নানা পাখির আকাশ
বেঁধে রাখে শিকলে অথবা খাঁচায়
মানুষ তা দেখে অবাক
জানতে চায় কোন দেশের পাখি
বৃটেন সুজারল্যাণ্ড না লণ্ডন নাকি !

(ইছাপুর, দেবীতলা, ব্যারাকপুর,

শরত হাসে মুখর বাসে
সৌমিত্র মজুমদার

দোল দোল দোল দুলছে রে কাশ
শিউলি মারে উঁকি,
আকাশ নীলে গা ধুয়েছে
রোদের টুকটুকি।
শাপলা শালুক ভাসছে জলায়
হাসছে ঊষণ রকম,
ছোট্ট খোকা, ছোট্ট খুকু
করছে বকম্ বকম্ ।
মণ্ডপেতে দশভূজা
চারটি দিনের মজা –
বিজয়াটা করুণ তবু
সঙ্গী খাজা গজা ।

(রহড়া, উঃ২৪ পরগণা)

শরত নিয়ে ছড়া
মানস চক্রবর্তী

শরত এসে রাঙিয়ে দিলো
আমার হৃদয় মন
শরত রাণীর ছোঁয়া পেয়ে
সাজলো ফুলের বন।
শিউলী ফুলের গন্ধ ভাসে –
মাতাল হাওয়ার বুকে
তাই তো ভ্রমর গান ধরেছে
আজকে মনের সুখে ।
তাল পেকেছে তালগাছেতে
খাবো তালের বড়া
ভালো লাগে লিখতে পড়তে
শরত নিয়ে ছড়া ।

(উত্তর বাওয়ালী, নোদাখালি, বজবজ–২)

মা এসেছে
শেফালী সরকার

দেখো কে এসেছে আমার ঘরে !
ঐ কাশের গুচ্ছ দোল খেয়ে যায়
শেফালী পড়েছে ঝরে –
মমতা মাখানো মেঘেরা খেলে
আকাশের গায়ে, বিদ্যুৎ কটাক্ষ চায়
এ কোন সময়?
বাঁশি তো বাজেনি, সময় কখন হল
বুঝতে পারিনি –
কে তুমি দাঁড়িয়ে, শরত নাকি?
এসো এসো প্রিয়, আমাদের মাঝে এসো
ঐ শঙ্খ বাজে।
দেখো, মা এসেছে আজ আমার ঘরে।
ওরে শাঁখ বাজা, ফুলে ফুলে
তবে দেও রাঙা পা।
মা, এসেছে আজ আমার ঘরে।

(মুর এভিন্যু, কল–৪০)

প্রাপ্তি
রণধীর কুমার দে

ঘোমটায় ঢাকা ছিল মুখ তবু তার রূপমুগ্ধ আমি
আঁচলের চাবির গোছা–সিন্দুক বাক্স প্যাটরা।
রাজেন্দ্রাণীর পদক্ষেপে সমুখ দিয়ে চলে গেল।

বিমূঢ় বিস্ময়ে ভাবি কী এমন ক্ষতি হত যদি
ঘোমটা খুলে একটিবার শুধু একটিবার
আমার দিকে চাইত –
আমাকে অবাক করে হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়ালো
ঘোমটার আড়ালে থেকেই বলল,
–এবার একটা বিয়ে করো তুমি ।

(কল–৩৩)

সুজন
কৌশিক শীল

লোকাল ড্রেনের সিটে বসে তিনের জায়গায় চারজন
জালনার পাশে বসা যাত্রীটি সর্বদা উদাসী আনমন।
প্রথমের চিন্তা আরামের ব্যাঘাত।
হেলায় দোলায় চতুর্থের সংঘাত।
শাস্ত্রে বলে সুজন হলে তঁতুল পাতায় নয় জন।

(বেলগাছিয়া, কল–৩৭)

মেঘ হতে চাই
সুচন্দ্রনাথ দাস

পৃথিবীর সবাই জানে তবে মানে না কেউ বিশেষ।
কৃষকের শ্রমসাধনায় গড়া এ সমাজ–সভ্যতা।
তাদের জন্য জাতীয় কোনও কর্মসংস্থান নেই
হাল–ভাঙা জীবন তরণী বেয়ে যেতে হয় চিরদিন।
মেঘ হয়ে আমি যথা সময়ে ক্ষেতে ক্ষেতে জল দেব,
সোনার ফসল ফলাতে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব।
স'য়ে নেব খর রোদ, জল থেকে আবার মেঘ হব,
সইতে হবে না দুঃখ দৈন্য, কৃতঘ্ন মানুষের

পদাঘাত।

পিঠ পেতে রোদ স'য়ে শ্রমক্লান্ত মানুষকে ছায়া দেব,
বৃষ্টি হয়ে ধুয়ে দেব ব্যথিত মানুষের দু–চোখের জল।
নিজস্ব বিজয়–বৈজয়ন্তী নিয়ে ঘুরব উত্তরে–দক্ষিণে,
আমি মানব না মন্দির, মসজিদ, গীর্জার ভেদাভেদ।

(দঃশিবপুর ভায়া শ্যামপুর, হাওড়া)

সাধু সাবধান
চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র

যখন কোন ধর্মগুরু ধর্ম কথা বলবে,
কান পেতে শুনবে
যখন কোন রাজনীতিক ধর্মের গান গাইবে
কানে হাত চাপা দেবে
যখন কোন মাতাল সদুপদেশ দেবে
পাশ কাটিয়ে যাবে অন্য দিকে চেয়ে
যদি কোন ফকির পথপ্রান্তে বসে ঈশ্বরের আরাধনা করে
শুদ্ধ মনে বসো তার পাশে
যদি কোন চোর সাধু সেজে তোমার খুব কাছে আসে
বুঝতে হবে বড় ধরনের ষড়যন্ত্র
যতটা সম্ভব দূরে সরে যাবে
কোনটা মুখ আর কোনটা মুখোশ
এসব চিনতে চিনতেই দিন শেষ হয়ে গেল
তাই বলি – সাধু সাবধান !

(সোনাতলা, হাওড়া)

ক্ষেপা সেপাই
দেবকুমার মুখার্জী

থানার ঘড়িতে রাতকে পিটিয়ে মারছে সেপাই
এখন তিনটে বাজে
ওরা বলেছিল একটায় একটা মারবি –
দুটোয় দুটো – তিনটেয় তিনটে
তবু কে শোনে কার কথা ।
এইখানে নাট্যকার বললেন,
ওকে ওর মত চলতে দাও
একটা ঝাঁকুনি থাকুক – স্টান্ট
মানুষ ঠেঙানো হাত এবার রাতকে ঠেঙাক।
সেপাই বলল, হক কথা বলেছেন স্যার,
তিন ফোঁটা রক্তে কি মানায়,
বারো ফোঁটা রক্ত তাই !

(নিশানতলা, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান)

আমার ভাবনা
তনুজা চক্রবর্তী

নতুন করো ভাবতে গিয়ে
হারাই ক্ষণে ক্ষণে,
হৃদয় তখন বলে আমায়
শুধাও জনে জনে।
শৈশব থেকে যৌবন ঘুরে
পেলাম সোনা দানা,
সুখ দুঃখ পেলাম অনেক
কেউ করেনি মানা!
আমার মত বেছে নিলাম
সবটা জেনে শুনে,
সাজিয়ে নিলাম নিজের মত
কিছুটা টেনে টুনে।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

ভারতীয় ফুটবল যেন সাপলুডোর খপ্পরে

অরিঞ্জয় মিত্র

ভারতীয় ফুটবলের সাম্প্রতিক হালচাল যেন সাপলুডোর মতো অগ্রসর হচ্ছে। এই চারপা এগলো, তো পরক্ষণেই আবার দুপা পিছিয়ে যাওয়া। কিছুদিন আগেই ভারতীয় ফুটবল দল যেভাবে পারফর্ম করছিল তাতে কোচ ও ফুটবলারদের নিয়ে রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সেই দলই আবার অতি সম্প্রতি সাফ গেমস ফাইনালে মালদ্বীপের ১–২ হেরে লজ্জিত করল দেশবাসীকে। যারা কদিন আগেই কোচ–ফুটবলারদের নিয়ে রীতিমতো জয়ধ্বনি দিচ্ছিলেন তাদের মুখেই এখন উলটো সুর। অনেক ফুটবল বিশেষজ্ঞ তো জোর গলায় বলছেন, যত নষ্টের গোড়া ওই বিদেশি কোচ কনস্টানটাইন। যেন তাঁকে তাড়ালেই ল্যাঠা চুকে যাবে। অথচ এই স্টিফেনের কোচিংয়েই সুনীল ছেত্রীরা ফুটবল র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেকটা এগিয়ে এনেছেন দেশকে সেই সত্যিটা বেমালুম ভুলে যাচ্ছেন সবাই। আসলে লিগের ম্যাচে যে মালদ্বীপকে হেলায় হারিয়েছিল ভারত তাদের কাছে ফাইনালে হার মেনে নিতে পারছেন না অনেকেই।

একটা সময়ে এই খাস কলকাতায় ফুটবলারদের আদর ছিল জামাইষষ্ঠীর বাবাজীবনদের মতো। বিশেষ করে ফুটবল মক্কা বলে ভারতে পরিচিত কলকাতার অলিগলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন শুধুই ফুটবল। অথচ সেই ফুটবলের অবস্থাই আজ এখানে দুয়োরাণীর মতো। ক্রিকেটের দাপটে ফুটবলের যে এই দুরাবস্থা এই যুক্তিটাই উঠে আসছে সামনে। তবে শুধু ক্রিকেট নয়, প্রোমোটারদের কোপে জমির আকালও ফুটবলের কৌলিন্য হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ। তাও সব খারাপের মধ্যেও কিছু ভালোর ইঙ্গিত অবশ্যই রয়েছে। সেটা হল অতি সম্প্রতি ভারতীয় ফুটবল টিমের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০ নম্বর স্থানের কমে উঠে আসে। ভারতের ফুটবল নিয়ে যাঁরা একটু আধটু চর্চা করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন দেশের এই অগ্রগতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। কারণ এই কিছুদিন আগেও ভারত ছিল ১৬০–১৬২ টি টিমের পিছনে নেহাতই এক পিছনের সারির দল। সেই ভারতের প্রথম ধাপে উঠে আসা যথেষ্ট ইতিবাচক। দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন ঘটানো কোচ স্টিভেন কনস্টানটাইনের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাঁকে আহামরি কিছু মনে নাই হতে পারে। কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে ভারতের এই সাফল্য তা তো অস্বীকার করা যাবে না। ধন্যবাদ প্রাপ্য সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান ভারতীয় ফুটবল দলও। বস্তুত বাইচুং ভুটিয়াদের আমল থেকে যে বীজ পোঁতা হয়েছে তার সুফল এখন পেতে শুরু করেছেন সুনীল ছেত্রীরা। এর সঙ্গে যোগ করতে প্রফুল্ল পটেলের নেতৃত্বাধীন ফেডারেশনের কথাও। সাফ গেমসের ফাইনালে মালদ্বীপের কাছে হার ভারতীয় ফুটবলের সেই অভিযানকে সাময়িকভাবে ব্যহত করল ঠিকই, কিন্তু গেল গেল রব তোলার মতো কিছু এখনই ঘটে যায় নি। তাই এই কোচ ও ফুটবলারদের অবশ্য ভরসা করে আরও কিছুদিন অবশ্যই দেখতে হবে। বুঝতে হবে এই প্রক্রিয়া মোটেই একটা ম্যাচ হার–জিতের মতো নির্ভর করছে না। একে দীর্ঘমেয়াদী ধরে ভবিষ্যতে এর গর্ভ থেকে সুফলের সুলুক সন্ধান করতে হবে।

বস্তুত ভারতীয় ফুটবলের এই আশাব্যাঞ্জক সময় দেশের দুই প্রান্ত থেকে উঠে আসা দুটি দল বেঙ্গালুরু এফসি এবং আইজল এফসি প্রমাণ করছে দেশের নানা প্রান্তে ফুটবল ছড়াচ্ছে। পেশাদারিত্বের অনুপ্রবেশ ঘটছে দেশের ফুটবল দুনিয়ায়। ফলে একটা বাজার তৈরি হচ্ছে ফুটবলকে ঘিরে। এর সঙ্গেই আবার যোগ হতে চলেছে এদেশে আরম্ভ হতে চলা ফুটবল বিশ্বকাপ। যা ভারতের ফুটবলের মাইলেজ অনেকটাই বাড়াবে। বাংলার দলগুলোই এই লড়াইয়ে খানিকটা পিছিয়ে। তাও মোহনবাগান গত ৩–৪ বছর সাধ্যমতো লড়াই তুলে ধরলেও ইস্টবেঙ্গল কিন্তু ডাহা ফেল। এই জায়গাতে মনোনিবেশ করতে হবে বাংলার তামাম ফুটবল কর্তা তথা ফুটবলপ্রেমীদের। চিরিচ মিলোভানের জমানায় ভারতের ফুটবল শেষবারের মতো নিজেদের মেলে ধরতে পেরেছিল। তারপর কেটে গেছে প্রায় ৩০–৩২ বছর। এতগুলি বছর পর ভারতীয় ফুটবলকে ঘিরে যে আশার সঞ্চার ঘটেছে তা ধরে রাখাটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। আগামীতে ভারতীয় ফুটবলের খোলনলচে হয়তো অনেকটাই পালটাবে। তবে মনে রাখতে হবে মিলোভানের সময় যে বিজ রোপণ করা হয়েছিল তা এখন মহীরূহ হয়ে উঠছে।

কেরালার বন্যাত্রাণে ফুটবল মক্কা

পার্থসারথি গুহ : কেরালার বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে ও এআইএফএফ কর্মী ক্যান্সার আক্রান্ত বাবলু দের চিকিৎসার্থে পি আর সলিউশনের উদ্যোগে শনিবার, ২২ সেপ্টেম্বর কল্যাণী স্টেডিয়ামে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হচ্ছে। এই উপলক্ষে বুধবার, ১৯ সেপ্টেম্বর কলকাতা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে হাজির ছিলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, দুই প্রতিপক্ষ টিমের কোচ যথাক্রমে অলস্টার রেডের অমিত ভদ্র ও অলস্টার ব্লুর অলোক মুখোপাধ্যায়। দুটি টিমের জার্সির ডিজাইনের রূপকার অগ্নিমিত্রা পল, সিমেকোর এমডি সঞ্জয় ঘোষ, এইআইএফএফ সহ সভাপতি সুব্রত দত্ত, অতীত দিনের তারকা জো পল আনচেরি, প্রধান উদ্যোক্তা পি আর সলিউশনের কর্ণধার পার্থ আচার্য, পুনের শশাঙ্ক ওয়াগ প্রমুখ।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ঠিক হয় এই প্রীতি ম্যাচ থেকে প্রাপ্ত অর্থে কেরালার বন্যাত্রাণে ৫ লাখ টাকা দেওয়া হবে। এছাড়াও ফুটবল অন্তপ্রাণ ক্যান্সার আক্রান্ত বাবলু দের চিকিৎসা বাবদ আরও ১ লাখ টাকা দেওয়া হবে। ২২ সেপ্টেম্বর–এর ম্যাচে মাঠে দেখা যাবে জাতীয় দলের প্রাক্তন তারকা তথা ভূতপূর্ব ভারত অধিনায়ক আই এম বিজয়নকেও। যা নিঃসন্দেহে আলাদা মাত্রা প্রদান করবে এই ম্যাচটিকে।

কুন্তিঘাটে জমজমাট ফুটবল টুর্নামেন্ট

মলয় সুর : বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ফুটবলের জনপ্রিয়তা এত সমৃদ্ধশালী তা আরও একবার প্রমাণিত হল। কলকাতা থেকে বেশ কিছুটা দূরে ব্যান্ডেল কাটোয়া রেল লাইনে কুন্তিঘাট স্টেশনের লাগোয়া মাঠেই এই ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হল। কুন্তিঘাট অধিবাসীবৃন্দর পরিচালনায় দু'দিন ব্যাপী (১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর) ১৬ দলের এই নক–আউট পর্যায়ের ১২ তম ফুটবল টুর্নামেন্ট সারাদিন ধরে হয়। ফুটবল টুর্নামেন্ট ঘিরে স্থানীয় মানুষের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। টুর্নামেন্টের ফাইনালে মুখোমুখি লড়াই হয় কল্যাণী মা মনসা চরযাত্রা সিদ্ধি ও ত্রিবেণী বাসুদেবপুর স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে। খেলায় নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়। এরপর যথারীতি টাইব্রেকারে ত্রিবেণী বাসুদেবপুর ৩–২ গোলে বিজয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি অর্জন করেন। তারা চ্যাম্পিয়ন ট্রফি সহ নগদ ৫০ হাজার টাকা ও মোটরবাইক পায়। অপরদিকে রানার্স কল্যাণী মা মনসা চরযাত্রা সিদ্ধি নগদ ৩০ হাজার টাকা সহ সুদৃশ্য ট্রফি ও এলইডি টিভি পায়। এই টুর্নামেন্টের মূল উদ্যোক্তা ফুটবল প্রেমী ও সমাজসেবী অমল শিকদার (লিটন)।

তাঁর আন্তরিকতায় এই টুর্নামেন্ট হয়ে চলেছে। ফাইনালে সেরা খেলোয়াড় হন বাসুদেবপুর স্পোর্টিং ক্লাবের নাইজেরিয়ান খেলোয়াড় ডানি, সেরা গোলকিপার এই দলের ভুটান মাণ্ডি। উল্লেখ্য, ক্রিকেটে আইপিএলের অনুকরণে খেলা চলাকালীন মহিলাদের ড্যান্স দেখা যায়। এদিন উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী অশোক দাস, বিড়লা জ্ঞান মন্দিরের প্রিন্সিপাল জেমস রিং রয়। সুবল দাস, বৃন্দাবন দাস। খেলায় সঞ্চালক ছিলেন বিভাস দাস (লক্ষ্মণ)।

মেকশিফট অধিনায়ক রোহিতের বড় পরীক্ষা

রূপম জানা

কোহলির অনুপস্থিতিতে রোহিত শর্মার আপাতত বিরাট চ্যালেঞ্জ দেশকে এশিয়া কাপ জিতিয়ে প্রমাণ করা যে অধিনায়ক হিসাবে তিনিও কম যান না। কারণ, বিরাট কোহলি অসম্ভব বড় মাপের ব্যাটসম্যান হলেও একটা জিনিস ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে অধিনায়কত্বের ভার ঠিক পোষাচ্ছে না তাঁর। সেক্ষেত্রে বিশ্বকাপের আগে এখনই কোনও ঝুঁকির পথে হাঁটতে পারবে না টিম ম্যানেজমেন্ট খুব স্বাভাবিক। তবে মেক–শিফট অধিনায়ক হিসাবে রোহিতকে তৈরি করে যেতে হবে সমান্তরালভাবে। কিন্তু বিশ্বকাপে বিরাটের পাশে কোচ হিসাবে রবি শাস্ত্রী শেষ পর্যন্ত টিকে যান কিনা সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

দেশের মাটিতে বাঘেরা বিদেশের মাটিতে যে কেঁচো এই কথাটা বারংবার নানাভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। যার অগত্যা হল না এবারেও। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে গিয়ে হেরে আসার পর ফের ইংরেজদের কাছে বিলেতের মাটিতে গো–হারান হারল টিম ইন্ডিয়া। ঘরের মাঠে যারা বিশ্বের তাবড় টিমের বিরুদ্ধে সহজ জয় ও সিরিজ জিতে ফিরছেন তারাই বিদেশে গেলে নিয়ম করে হারছে। এটার ব্যতিক্রম ঘটছে না কোনওভাবেই। এই চাকাটাকে উলটোদিকে ঘোরানোর চেষ্টা একসময় করেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট টিমের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। একাজে সৌরভ জুড়িদার হিসাবে পেয়েছিলেন তৎকালীন কোচ জন রাইটকে। সৌরভ–রাইট জুটির মতো একসময় ভারতের পারফরমেন্স মেলে ধরতে প্রাণপাত করেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি ও গ্যারি কার্স্টেন জুটি। সৌরভ ও রাইটের জুটি ভেঙে যাওয়ার পর গ্রেগ চ্যাপেল–সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জুটি তো গড়ে উঠতে পারেইনি, বরং তাঁদের অহি–নকুল সম্পর্ক সেসময় ভারতীয় ক্রিকেটের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। বলাবাহুল্য, অধিনায়ক হিসাবে দুর্বল রাহুল দ্রাবিড় তা ফেরাতে পারেন নি। আসলে বিদেশ থেকে সিরিজ যে জেতা যায় এই আক্রমণাত্মক মনোভাব সৌরভ ছাড়া মাত্র কজনের মধ্যেই আছে। ধোনি দেশকে দুরকম ফর্ম্যাটে বিশ্বজয়ী করেছেন। তাও আবার ২৮ বছর পর ভারত সীমিত ওভারের ক্রিকেটে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এটা নিশ্চিতভাবে ধোনিকে আলাদা আসন দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে। মাহির সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে গ্যারি তথা গ্যারি কার্স্টেনের নামও। কিন্তু সেও ধোনিও বিদেশের মাটিতে ভারতকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলতে পারেন নি। মাহির পরবর্তীকালে যার ওপর ভারতীয় ক্রিকেট প্রচণ্ড আশা করেছিল সেই বিরাট কোহলি নিজে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত পারফর্ম করলেও কিছুতেই বিদেশ থেকে জয় আনতে পারছেন না। এক্ষেত্রে দুর্বল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে হারানো বা ফর্ম হারানো শ্রীলঙ্কাকে সেদেশে হারানোকে সেভাবে গুরুত্ব না দেওয়াই ভালো।

যেভাবে ইংল্যান্ড সিরিজ থেকে ছিটকে গেল টিম ইন্ডিয়া তাকে হিমালয়ান ব্লান্ডার বললেও মোটেই অত্যুক্তি হয় না। ০–২ পিছিয়ে থাকা অবস্থায় কোহলি–পূজারারা যে লড়াই তুলে ধরেছিলেন, আর যে দুরন্ত বোলিং করতে আরম্ভ করেছিলেন যশপ্রীত বুমরাহ–মহম্মদ সামিরা, তাতে শুধু সিরিজ ১–২ করাই নয়। মনে হচ্ছিল এই জায়গা থেকে টিম ইন্ডিয়া ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা বড় ধরনের লড়াই শুরু করবে। এমনকি টিম ইন্ডিয়া যদি ৩–২ সিরিজ জিতে যায় তবে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।অথচ কোথায় কী, শেষ দুই টেস্টে ফের হার শিকার করে ইংরেজদের কাছে কার্যত হোয়াইট ওয়াশের গ্লানির সামনে পড়ল টিম বিরাট। ব্যাটসম্যান বিরাটে কোনও প্রশ্ন না থাকলেও কোহলির অধিনায়কত্ব কিন্তু বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হল। তার সঙ্গে রবি শাস্ত্রীর ব্যক্তিজীবন ও তাঁর প্রেম কাহিনি নিয়ে ফের মুখর হয়ে উঠল সারা দেশের মিডিয়া। এর মাধ্যমে কোহলি–শাস্ত্রী জুটির ওপরেই যেন প্রবল চাপ তৈরি করে দিয়ে গেল ইংরেজদের কাছে এই বড় হার।এরকম অধিনায়ক যিনি একাধারে নিজে দুর্দান্ত পারফর্ম করছেন, তিনি থাকলে চাপ যে অনেক কমে যায় সেটা মানছেন ভারতীয়রা। কিন্তু মুখে নয়, কাজে দেখাতে হবে সেই আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন। তবে গিয়েই সম্মানজনক শেষ করতে পারবে টিম বিরাট। এখন দেখার টিম রোহিত কতটা পরিণত বোধ দেখাতে পারে। যদিও শিখর ধাওয়ান ফের দুবাইয়ের মাটিতে যেভাবে তুখোড় ব্যাটিং আরম্ভ করেছেন তাতে মনেই হচ্ছে না এই একই লোক ইংল্যান্ডের মাটিতে কার্যত দাঁড়াতে পারেন নি।

লাকি ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পূজার দিন দক্ষিণ শহরতলির বারাতলায় একদিনের লাকি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন হয়েছিল। মোট আটটি টিম অংশগ্রহণ করে। চূড়ান্ত পর্বে উইনার্স হয় নোদাখালি থানা সমন্বয় কমিটি। রানার্স হয় লাকি ব্রিকস–২ দল। ম্যান অব দি ম্যাচ পুরস্কার পান নোদাখালি থানার পুলিশ অফিসার খালেকুন্দুমান। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বপন রায় ডাঃ তরুণ রায়, বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত কানওয়ালী, কল্যাণ দাস, গজাপোয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান যথাক্রমে মৌসুমী বিবি ও ওহাব মোল্লা প্রমুখ। ফুটবল টুর্নামেন্টের কর্ণধার অরবিন্দ মণ্ডল সকলকে শুভেচ্ছা জানান।

প্রচ্ছদ : আনন্দ চিত্রকর

শারদীয় আলিপুর বার্তা

গল্প লিখছেন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ● সিদ্ধার্থ সিংহ ● ড. শচীন্দ্রনাথ বড়পণ্ডা ● সুকুমার মণ্ডল ● প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় ● জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ● অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ● নির্মল গোস্বামী ও আরও অনেকে।

কবিতা লিখছেন

রত্নেশ্বর হাজরা ● ড. পি সি সরকার জুনিয়র ● দীপ মুখোপাধ্যায় ● শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ● জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ● মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল ● তপনদেব চট্টোপাধ্যায় ● ডাঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস ● কল্যাণ রায়চৌধুরী ● সঞ্জয় চক্রবর্তী ● উদয় চক্রবর্তী ও আরও অনেকে।

প্রবন্ধ লিখছেন

ড. দীপক বড়পণ্ডা ● শ্যামল সেন ● সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ● জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় ● স্বামী আত্মবোধানন্দ ● ড. শঙ্কর ঘোষ ● ডাঃ সুবোধ চৌধুরি ● কৃষ্ণচন্দ্র দে ● ড. জয়ন্ত চৌধুরী ● জয়ন্ত চ্যাটার্জী ও আরও অনেকে।

● উপন্যাস লিখছেন অশোকেশ মিত্র

● এভারেস্টসহ দেশের বিভিন্ন পর্বতচূড়া আহরন করে তার রোমহর্ষক কাহিনী লিখছেন অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত দেবাশিস বিশ্বাস।

● 'হঠাৎ করে প্রেমেন্দ্র মিত্র আমার হাতে দুটো ট্রামের টিকিটের পিছনে লেখা হাতে ধরিয়ে দিল'। এইসব মজাদার নিয়েই অকপটে স্বর্ণযুগের নায়িকা সবিতা বসু।

প্রকাশিত হচ্ছে শীঘ্রই

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com